PATHA MALA

OR

SELECTIONS IN BENGALI

FOR

THE USE OF THE CANDIDATES FOR THE ENTRANCE EXAMINATION OF THE CALCUTTA UNIVERSITY.

পাঠমালা ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশার্থি বিদ্যার্থিগণের ব্যবহারার্থ সঙ্কলিত ।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

1859

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়প্রবেশার্থী বিদ্যার্থীদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিত্র এই দুই পুস্তকে পরীক্ষা দিতে হইত। নানা কারণবশতঃ উল্লিখিত পুস্তকদ্বয় উক্ত বিষয়ের অনুপ-যুক্ত বিবেচিত হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়সমাজে এই স্থিরী-কৃত হয় জীবনচরিত, শকুন্তলা, মহাভারতের অংশবিশেষ ও টেলিমেকসের প্রথম তিন সর্গ লইয়া এক পুস্তক সঙ্ক-লিত হয়। তদনুসারে প্রথম নির্দ্দিষ্ট পুস্তকত্রয়ের নির্দ্ধারিত অংশ সকল গ্রহণপূর্ব্বক এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল আর টেলিমেকসের প্রথম তিন সর্গ স্বতন্ত্র পুস্তকে মুদ্রিত আছে, এজন উহা এই পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত হইল না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা

১লা মাঘ সংবৎ ১৯১৫।

জীবন চরিত।

বলণ্টিন্ জ্যামিরে ডুবাল।

এই মহানুভাব ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে, ফ্রান্স রাজ্যের সাম্পেন প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী আর্টনি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সামান্যরূপ কৃষি কর্ম্ম মাত্র অবলম্বন করিয়া যথা কথঞ্চিৎ পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। ডুবাল যখন দশমবর্ষীয়, তখন তাঁহার পিতা মাতা, আর কতকগুলি পুত্র ও কন্যা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহাদের প্রতিপালনের কোন উপায় ছিল না; সুতরাং ডুবাল অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িলেন; কিন্তু এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও মহীয়সী উৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায়প্রভাবে সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জনাদি দ্বারা পরিশেষে মনুষ্যমণ্ডলীতে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর পরে এক কৃষকের আলয়ে পেরুশাবক সকলের রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বালস্বভাবসুলভ কতিপয় গর্হিতাচার দোষে দূষিত হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই তথা হইতে দূরীকৃত হইলেন। পরিশেষে ঐ কারণেই জন্মভূমিও পরিত্যাগ করিতে হইল।

অনন্তর ডুবাল ১৭০৯ খৃঃ অব্দের দুঃসহ হেমন্তের উপক্রমে লোরেন প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে বিষম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে যদি এক কৃষকের আশ্রয় না পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কোন অসম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঐ ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ দশা দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাকে আপন মেষশালায় লইয়া গেল। তথায় মেষপুরীষরাশি ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি ছিল না।

যাবৎ তাঁহার পীড়োপশম না হইল সেই কৃষক তাঁহাকে মেষপুরীষরাশিতে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া রাখিল এবং অতি কদর্য্য পোড়া রুটি ও জল এইমাত্র পথ্য দিতে লাগিল। এইরূপ চিকিৎসা ও এইরূপ শুশ্রূষাতেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে এই ভয়ানক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন এবং পরিশেষে কোন প্রতিবেশবাসী বান্ধবের আশ্রয় পাইয়া সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ডুবাল, নান্সির নিকটে এক মেষপালকের গৃহে নিযুক্ত হইয়া, তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ঐ সময়ে ভূয়সী জ্ঞানবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ডুবাল স্বভাবতঃ অতি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। শৈশবকালেই সর্প, ভেক প্রভৃতি অনেকবিধ জন্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং প্রতিবেশী ব্যক্তিবর্গকে, এই সকল জন্তুর কিরূপ অবস্থা, ইহারা এরূপে নির্ম্মিত হইল কেন, ইহাদিগের সৃষ্টির তাৎপর্য্যই বা কি, এবংবিধ বহুতর প্রশ্ন দ্বারা সর্ব্বদাই বিরক্ত করিতেন; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইতেন তাহা যে সন্তোষজনক হইত না ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। সামান্যবুদ্ধি লোকেরা সামান্য বস্তুকে সামান্য জ্ঞানই করিয়া থাকে। কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্নেরা কোন বস্তুকেই সামান্য জ্ঞান করেন না। এই নিমিত্তেই সর্ব্বদা এরূপ ঘটিয়া থাকে যে প্রাকৃত লোকেরা মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম কার্য্য সকল দেখিয়া উন্মাদ জ্ঞান করে।

এক দিবস ডুবাল কোন পল্লীগ্রামস্থ বালকের হস্তে ঈশপ রচিত গল্পের পুস্তক অবলোকন করিলেন। ঐ পুস্তক পশু, পক্ষী সর্প প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর প্রতিমূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত ছিল। এপর্য্যন্ত ডুবালের বর্ণ পরিচয় হয় নাই; সুতরাং পুস্তকে কি লিখিত ছিল, তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিলেন না। যে সকল জন্তু দেখিলেন তাহাদিগের নাম জানিতে ও তত্তদ্বিষয়ে ঈশপ কি লিখিয়াছেন তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত ও একান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, আপন মনকে সেই পুস্তক পাঠ করিবার

নিমিত্ত স্বীয় সহচরকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই বালক কোন ক্রমেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিল না। ফলতঃ, তাঁহাকে সর্ব্বদাই এইরূপে কৌতূহলাক্রান্ত ও পরিশেষে একান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতে হইত।

এইরূপে মংপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া, এতাদৃশ ক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়াও, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যত কষ্ট-সাধ্য হউক না কেন, যেরূপে পারি, লেখা পড়া শিখিব। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, যে কিছু অর্থ তাঁহার হস্তে আসিতে লা-গিল, প্রাণপণে তাহা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন এবং তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বয়োধিক বালকদিগের নিকট বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

ডুবাল, কিছু দিনের মধ্যেই অসম্ভব পরিশ্রম দ্বারা আপন অভিপ্রেত এক প্রকার সিদ্ধ করিয়া, ঘটনাক্রমে এক দিবস এক খানি পঞ্জিকা অবলোকন করিলেন। ঐ পঞ্জিকাতে জ্যোতিশ্চ-ক্রের দ্বাদশ রাশি চিত্রিত ছিল। তিনি তদ্দর্শনে অনায়াসেই স্থির করিলেন যে, এই সমস্ত আকাশমণ্ডলস্থিত পদার্থ বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি হইবেক, সন্দেহ নাই। অনন্তর ঐ সকল প্রত্যক্ষ করি-বার নিমিত্ত, একদৃষ্টিতে নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই সমুদায় দেখিলাম বলিয়া যাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, তাবৎ তিনি কোন মতেই ক্ষান্ত হইলেন না।

কিয়ৎ দিন পরে তিনি একদা কোন মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে তন্মধ্যে এক ভূগোল চিত্র দে-খিতে পাইলেন। উহা পূর্ব্বদৃষ্ট সমস্ত বস্তু অপেক্ষায় উপাদেয় বোধ হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইলেন এবং কিয়ৎ দিবস পর্য্যন্ত, অবসর পাইলেই, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। নাড়ীমণ্ডলস্থিত অংশ সকল অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ ঐ সমস্তকে ফান্স প্রচ-

লিত লীগ্ অর্থাৎ সার্দ্ধক্রোশের চিহ্ন বোধ করিয়াছিলেন। পরন্তু সাম্পেন হইতে লোরেনে আসিতে ঐরূপ অনেক লীগ অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কিন্তু ভূচিত্রে উহাদিগের অন্তর অতি অল্প লক্ষ্য হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়া সেই প্রথম সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা হউক, এই ভূচিত্র ও অন্য অন্য ভূ-চিত্র সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে কেবল ঐ সকল চিহ্নেরই স্বরূপ ও তাৎপর্য্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত করিলেন এমন নহে, ভূগোলবিদ্যাসংক্রান্ত প্রায় সমুদায় সংজ্ঞা ও সঙ্কেতের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন।

ডুবাল এইরূপে গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল। অতএব তিনি বিজন স্থান লাভের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এক দিবস ঘট-নাক্রমে ডিনিযুবরের নিকটে এক আশ্রম দর্শন করিয়া এমন প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, ত-ত্রত্য তপস্বী পালিমানের অনুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা বিষয়ে কি-ঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিব। অনন্তর তপস্বী মহাশয়কে আপন প্রার্থনা জানাইলেন। পালিমান অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং আপন অধিকারে এক পদ শূন্য ছিল, তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অনতিচিরকাল মধ্যেই পালিমানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ঐ পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

লুনিবিলের প্রায় পাদোন ক্রোশ অন্তরে, সেণ্ট এন নামে এক আশ্রম ছিল, তথায় কতকগুলি তপস্বী বাস করিতেন। পালি-মান, সাধ্যানুসারে ডুবালের ক্ষোভ শান্তি করিবার নিমিত্ত, তাঁ-হাদিগের আশ্রমে তাঁহাকে এক অনুরোধ পত্র সমেত পাঠাইয়া দিলেন। সেই সতীর্থ তপস্বীদিগের আজীবনস্বরূপ যে ছয়টি

ধেনু ছিল, ডুবালের প্রতি তাঁহারা তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। বোধ হয়, তপস্বী মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের কতকগুলি পুস্তক ছিল, তাঁহারা ডুবালকে তাহা পাঠ করিবার অনুমতি দিলেন। ডুবাল যে যে কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন, তাহা আশ্রমদর্শনাগত ব্যক্তিগণের নিকট বুঝিয়া লইতেন। এখানেও পূর্ব্বের মত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারিতেন অন্য কোন বিষয়ে ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিত্র মাত্র ক্রয় করিতেন। এই স্থলে বিস্তর ব্যাঘাত সত্ত্বেও লিখিতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিলেন।

কোন কোন ভূচিত্রের নিম্নভাগে সম্ভ্রান্ত লোক বিশেষের পরিচ্ছদ চিত্রিত ছিল; তাহাতে গ্রিফিন, উৎক্রোশপক্ষী, লাঙ্গুলদ্বয়োপলক্ষিত কেশরী ও অন্যান্য বিকটাকার অদ্ভুত জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমাগত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন পৃথিবীতে এবংবিধ জীব আছে কি না। তিনি কহিলেন কুলাদর্শ নামে এক শাস্ত্র আছে, এই সমস্ত তাহার সঙ্কেত। শ্রবণমাত্র ঐ শব্দটী লিখিয়া লইলেন এবং অতি সত্বর হইয়া নিকটবর্ত্তী নগর হইতে উক্ত বিদ্যার এক পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং অবিলম্বে তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ভূগোলবৃত্তান্ত অধ্যয়নে ডুবাল অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সন্নিহিত বিপিন মধ্যে নির্জ্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া লইতেন এবং একাকী তথায় অবস্থিত হইয়া নির্ম্মল নিদাঘ রজনীর অধিকাংশ জ্যোতির্ম্মণ্ডল পর্য্যবেক্ষায় যাপন করিতেন ও মস্তকোপরি পরিশোভমান মৌক্তিকময় নভোমণ্ডলের বিষয় সমধিক রূপে জানিতে মনোরথ করিতেন— যেরূপ অবস্থা মনোরথের অধিক আর কি ঘটিতে পারে। জ্যোতির্গণের বিষয় বিশিষ্টরূপে জানিতে পারিবেন, এই বাসনায়

অত্যুন্নত ওকবৃক্ষশিখরোপরি বন্যদ্রাক্ষা ও উইলোশাখার পরস্পর সংযোজনা করিয়া সারসকুলায়সন্নিভ এক প্রকার বসিবার স্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

ডুবালের ক্রমে ক্রমে যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পুস্তক বিষয়েও তত আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু পুস্তক ক্রয়ের যে নির্দ্ধারিত উপায় ছিল, তাহার সেরূপ বৃদ্ধি হইল না। অতএব তিনি আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিয়া জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন ও কিছু দিন এই ব্যবসায় দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভও করিতে লাগিলেন। আয় বৃদ্ধি সম্পাদন নিমিত্ত, কখন কখন তিনি দুঃসাহসিক ব্যাপারেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

একদা তিনি কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি এক অতি চিক্কণলোমা আরণ্য মার্জ্জার অবলোকন করিলেন। উহা অনেক উপকারে আসিবে এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক অতি দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা মার্জ্জারকে অধিষ্ঠানশাখা হইতে অবতীর্ণ করাইলেন। বিড়াল দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উহা এক তরুকোটরে প্রবেশ করিল। পরে তথা হইতে ত্বরায় নিষ্কাশিত করিবামাত্র তাঁহার হস্তোপরি ঝাঁপিয়া পড়িল। অনন্তর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কুপিত বিড়াল তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নখ প্রহার করিল। ডুবাল তথাপি উহাকে টানিতে লাগিলেন। বিড়াল আরও শক্ত করিয়া ধরিল; পরিশেষে খর নখর দ্বারা চর্ম্মের যত দূর আক্রমণ করিয়াছিল প্রায় সমুদায় অংশ উঠাইয়া লইল। অনন্তর ডুবাল নিকটবর্ত্তী বৃক্ষোপরি বারংবার আঘাত করিয়া মার্জ্জারের প্রাণসংহার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে উহাকে গৃহে আনিলেন। আর ইহা দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী কিছু কিছু পুস্তক সংগ্রহ

করিতে পারিব, এই আহ্লাদে বিরালকৃত ক্ষতক্লেশ একবার মনেও করিলেন না।

ডুবাল বন্য জন্তুর উদ্দেশে সর্ব্বদাই এইরূপ সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেন এবং লুনিবিলে গিয়া সেই সেই পশুর চর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক ও ভূচিত্র ক্রয় করিয়া আনিতেন।

পরিশেষে এক শুভ ঘটনা হওয়াতে অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেন। এক দিবস শরৎকালে অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তী শুষ্ক পর্ণরাশিতে আঘাত করিবামাত্র ভূতলে কোন উজ্জ্বল বস্তু অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হস্তে লইয়া দেখিলেন উহা স্বর্ণময় মুদ্রা, উহাতে উত্তমরূপে তিনটি মুখ উৎকীর্ণ আছে। ডুবাল ইচ্ছা করিলেই ঐ স্বর্ণময় মুদ্রা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পরের দ্রব্য অপহরণ করা গর্হিত ও অধর্ম্মহেতু বলিয়া জানিতেন, অতএব পর রবিবারে লুনিবিলে গিয়া তত্রত্য ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিলেন মহাশয়! অরণ্যমধ্যে আমি এক স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াছি। আপনি এই ধর্ম্মালয়ে ঘোষণা করিয়া দেন, যে ব্যক্তির হারাইয়াছে, তিনি সেণ্ট এনের আশ্রমে গিয়া আমার নিকটে আবেদন করিলেই আপন বস্তু প্রাপ্ত হইবেন।

কয়েক সপ্তাহের পর ইংলণ্ড দেশীয় ফরষ্টর নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে সেণ্ট এনের আশ্রমদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডুবালের অন্বেষণ করিলেন এবং ডুবাল উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি এক মুদ্রা পাইয়াছ? ডুবাল কহিলেন হাঁ মহাশয়! তিনি কহিলেন আমি তোমার নিকট বড় বাধিত থাকিলাম, সে আমার মুদ্রা। ডুবাল কহিলেন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিতে হইবেক; অগ্রে আপনি অনুগ্রহ করিয়া কুলাদর্শানুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন, তবে আমি আপনাকে মুদ্রা দিব। তখন সেই আগন্তুক কহিলেন অহে বালক! তুমি আমাকে পরিহাস

করিতেছ, কুলাদর্শের বিষয় তুমি কি বুঝিবে। ডুবাল কহিলেন সে যাহা হউক আপনি নিজ আভিজাতিক চিহ্নের বর্ণন না করিলে মুদ্রা পাইবেন না।

ডুবালের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ফরষ্টর তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার্থে তাঁহাকে নানা বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তৎকৃত উত্তর শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন দ্বারা তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিয়া, মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক দুই সুবর্ণ পুরস্কার দিলেন এবং প্রস্থান কালে ডুবালকে, মধ্যে মধ্যে লুনিবিলে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে কহিয়া দিলেন। পরে ডুবাল যখন যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন প্রতিবারেই তিনি তাঁহাকে এক এক রজত মুদ্রা দিতেন। এই রূপে ফরষ্টরের নিকট মুদ্রা ও পুস্তক দান পাইয়া সেণ্ট এনের রাখালের পুস্তকালয়ে চারি শত খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইল। তন্মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল।

এইরূপে ডুবাল দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনার হীন অবস্থা পরিবর্ত্তের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তেও মনে আনেন নাই। ফলতঃ, এখনও তিনি জ্ঞান ব্যতীত সর্ব্ব বিষয়েই রাখাল ছিলেন। প্রতিদিন গোচারণ কালে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া আপনার চারি দিকে ভূচিত্র ও পুস্তক সকল বিস্তৃত করিতেন এবং ধেনুগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোযোগ না রাখিয়া কেবল অধ্যয়ন বিষয়েই নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। ধেনু সকলও সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইত।

একদা তিনি এইরূপে অবস্থিত আছেন এমন সময়ে সহসা এক সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ডুবালকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ কারুণ্য ও বিস্ময় রসের

উদয় হইল। এই মহানুভাব ব্যক্তি লোরেনের রাজকুমারদিগের অধ্যাপক, নাম কোঁণ্ট বিডাম্পিয়র। ইনি ও রাজকুমারগণ এবং অন্য এক অধ্যাপক মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সকলেই ঐ অরণ্যে পথ হারা হন। কোঁণ্ট মহাশয়, অসংস্কৃতবিরলকেশ অতি হীন-বেশ রাখালের চতুর্দ্দিকে পুস্তক ও ভূচিত্ররাশি প্রসারিত দেখিয়া এমন চমৎকৃত হইলেন যে, ঐ অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সহচরদিগকে অবিলম্বে তথায় আনয়ন করিলেন।

এইরূপে মৃগয়াবেশধারী দেশাধিপতনয়েরা ডুবালকে চতু-র্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই স্থলে পাঠকদিগের স্মরণার্থে ইহা লিখিলে অসঙ্গত হইবেক না, যে ঐ কুমারদিগের মধ্যে এক জন পরে মেরিয়া থেরিসার পাণিগ্রহণ করেন এবং জর্-ম্মানি রাজ্যের সম্রাট্ হয়েন।

এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সকলেই এককালে মুগ্ধ হই-লেন। পরিশেষে যখন কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার বিদ্যা ও বি-দ্যাগমের উপায় সবিশেষ অবগত হইলেন; তখন তাঁহারা বাক্-পথাতীত বিস্ময় ও সন্তোষসাগরে মগ্ন হইলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাজ-কুমার তৎক্ষণাৎ কহিলেন, তুমি রাজসংসারে চল, আমি তোমা-কে এক উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত করিব। ডুবাল কোন কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, রাজসংসারের সংস্রবে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয় এবং নান্সিতেও দেখিয়াছিলেন বড় মানুষের অনুচরেরা প্রায় লম্পট ও কলহপ্রিয়। অতএব অকপট বাক্যে কহিলেন, আমার রাজসেবায় অভিলাষ নাই, বরং চিরকাল অরণ্যে থা-কিয়া গোচারণ করিয়া নিরুদ্বেগে জীবন ক্ষেপণ করিব; আমি এই অবস্থায় সম্পূর্ণ সুখী আছি। কিন্তু ইহাও কহিলেন যদি মহা-শয় আমার অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব পুস্তক পাঠ ও সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ করিয়া দেন, তবে আমি আপনকার অথবা যে কোন ব্যক্তির সমভিব্যাহারে যাইতে প্রস্তুত আছি।

রাজকুমার এই উত্তর শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, ডুবালের যথানিয়মে সৎপণ্ডিত ও সদুপদেশকের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন সমাধানের নিমিত্ত, নিজ পিতা ডিউককে সম্মত করিয়া, পোণ্টে মৌসলের জেসুটদিগের সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

ডুবাল তথায় দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পৌরাণিক বিষয় সকল অধিক রূপে অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর ১৭১৮ খৃঃ অব্দের শেষভাগে ডিউকের পারিস যাত্রাকালে তদীয় সম্মতিক্রমে তৎসমভিব্যাহারে গমন করিলেন, এই অভিপ্রায়ে, যে তত্রত্য অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অনন্তর পর বৎসর তিনি তথা হইতে লুনিবিলে প্রত্যাগমন করিলে, ডিউক মহোদয় তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা বেতনে আপনার পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ও সাত শত মুদ্রা বেতনে বিদ্যালয়ে পুরাবৃত্তের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন এবং কোন বিষয়ে কোন নিয়মে বদ্ধ না করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন।

তিনি পুরাবৃত্তে যে উপদেশ দিতে লাগিলেন তাহাতে এমন সুখ্যাতি হইল যে, অনেকানেক বৈদেশিকেরাও শুশ্রূষাপরবশ ও শিষ্যস্থানীয় হইয়া লুনিবিলে আসিয়াছিলেন।

ডুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন। আপনার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার কথা উত্থাপন হইলে তিনি, তদুপলক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত বা ক্ষুণ্নমনা না হইয়া বরং সেই অবস্থায় যে, মনের স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন ও ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয় সহকারে অন্তঃকরণ মধ্যে যে নব নব ভাবোদয় হইত সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।

তিনি প্রথমসংগৃহীত বহুসংখ্যক অর্থ দ্বারা সেণ্ট এনের আশ্রম পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তথায় আপনার নিমিত্তেও

এক গৃহ নির্ম্মাণ করান। অনন্তর, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া রাজকুমারগণ ও তাঁহাদিগের অধ্যাপকদিগের সহিত যেরূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন,কোন নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা,সেই অবস্থাব্যঞ্জক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন এবং ডিউকের সম্মতি লইয়া স্বপ্রভাবেক্ষিত পুস্তকালয়ে স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে জন্মভূমিদর্শনবাসনাপরবশ হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং যে ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তত্রত্য শিক্ষকের ব্যবহারার্থে প্রশস্তরূপে নির্ম্মাণ করাইলেন; আর গ্রামস্থ লোকের জলকষ্ট নিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে অনেক কূপ খনন করাইয়া দিলেন।

১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, ডিউকের মৃত্যুর পর তদায় উত্তরাধিকারী লোরেনের বিনিময়ে টস্কানির আধিপত্য গ্রহণ করিলে, রাজকীয় পুস্তকালয় ফ্লোরেন্স নগরে নীত হইল। ডুবাল তথায় পূর্ব্ববৎ পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিনব প্রভু, হঙ্গরির রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ দ্বারা অত্যুন্নত সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়া বিয়েনার পুরাতন ও নূতন টঙ্ক এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগপ্রচলিত সমুদায় টঙ্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন। ডুবালের টঙ্কবিজ্ঞান বিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। অতএব সম্রাট্ তাঁহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন এবং রাজপল্লীমধ্যে রাজকীয় প্রাসাদের অদূরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ডুবাল প্রায় সপ্তাহে এক দিন মহারাজ ও রাজমহিষীর সহিত ভোজন করিতেন।

এইরূপে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইলেও তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্ত হইল না। ইউরোপের এক অত্যন্ত বিষয়রসপরায়ণ নগরে থাকিয়াও, তিনি লোরেনের অরণ্যে যেরূপ ঋজুস্বভাব ও বিদ্যোপার্জ্জনে একাগ্র ছিলেন, সেইরূপই রহিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামের নিমিত্ত অত্যন্ত প্রীত

ও প্রসন্ন ছিলেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে ১৭৫১ খৃঃ অব্দে, আপন পুত্রের উপাচার্য্যের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি কোন কারণবশতঃ এই সম্মানের পদ অস্বীকার করিলেন। রাজসংসারে তাঁহার গতিবিধি এত অল্প ছিল যে, কোন কোন রাজকুমারীকে কখন নয়নগোচর করেন নাই, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতেন না। সময় বিশেষে এই কথা উত্থাপন হইলে এক রাজকুমার কহিয়াছিলেন, ডুবাল যে আমার ভগিনী-দিগকে জানেন না ইহাতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করি না, কারণ আমার ভগিনীরা পৌরাণিক পদার্থ নহেন।

এক দিবস তিনি অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে চলিয়া যাইতে-ছেন দেখিয়া, সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথায় যাই-তেছেন। ডুবাল কহিলেন গাব্রিলির গান শুনিতে। নরপতি কহিলেন সে ত ভাল গাইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক সে ভাল গাইত, অতএব ডুবাল উত্তর দিলেন আমি মহারাজের নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি এ কথা উচ্চ স্বরে কহিবেন না। রাজা কহিলেন কেন। ডুবাল কহিলেন কারণ এই যে, মহারা-জের পক্ষে ইহা অত্যন্ত আবশ্যক যে সকলে আপনকার কথায় বিশ্বাস করে; কিন্তু এই কথায় কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেক না। ফলতঃ ডুবাল কোনকালেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।

এই মহানুভাব ধর্ম্মাত্মা, জীবনের শেষদশা সচ্ছন্দে ও সম্মা-পূর্ব্বক যাপন করিয়া ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, একাশীতি বৎসর বয়ঃ-ক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা ডুবালকে বিশেষ রূপে জানিতেন এক্ষণে তাঁহারা সকলেই তাঁহার দেহাত্যয় বার্ত্তা শ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন। এম ডি রোশ নামক তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার মৃত্যুর পর তল্লিখিত সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দুই খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। মাম্‌সল এনষ্টেশিয়া সোলোফক্ নাম্নী সরকেশিয়া দেশীয়া এক সুশিক্ষিতা যুবতী,

দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগারপরিচারিকা ছিলেন। তাঁহার সহিত ডুবালের জীবনের শেষ ত্রয়োদশ বৎসর যে লেখালেখি চলিয়াছিল সে সমুদায়ও মুদ্রিত হইল। সকলে স্বীকার করেন তাহাতে উভয় পক্ষেরই অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

ডুবাল কোন কালে পরিচ্ছদ পরিপাটির চেষ্টা করেন নাই। অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় গ্রাম্যই ছিল। অতি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সামান্য রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। পরিচ্ছদ পারিপাটি বিষয়ে তাঁহার যে এরূপ অনাদর ছিল তাহা কোন ক্রমেই কৃত্রিম নহে। তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর অবেক্ষণ করিলে, স্পষ্ট বোধ হয় যে কেবল নির্ম্মল জ্ঞানালোকসহকৃত ঋজুস্বভাব বশতই এরূপ হইত। তিনি অতি দয়ালুস্বভাব ছিলেন। এই বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবেক। তাঁহার এক জন কর্ম্মকর ছিল তিনি তাহার প্রতি সতত এরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন যে কেহ তাহাকে তাঁহার ভৃত্য বলিয়া বোধ করিতে পারিত না। সে ব্যক্তি বিবাহিত পুরুষ; তাঁহার পরিচর্য্যার্থে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে থাকিতে হইলে তাহার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইত এই নিমিত্ত তিনি প্রতি দিন সকাল রাত্রেই তাহাকে গৃহ গমনের অনুমতি দিতেন এবং তৎপরে যথাকথঞ্চিৎ স্বহস্তেই সামান্য রূপ কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

ডুবাল স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ হইয়াছিলেন। আর রাজসংসারে ব্যাপক কাল অবস্থিতি করিলে মনুষ্যমাত্রই প্রায় আত্মশ্লাঘা ও ভুক্তিয়াসক্তির পরতন্ত্র হয়; কিন্তু তিনি তথায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যাপন করিয়াছিলেন তথাপি অতিদীর্ঘ জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও

চরিত্রের নির্ম্মলতা বিষয়ে লোরেনে অবস্থানকালের রাখাল ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বতন হীন অবস্থার দুঃসহ ক্লেশ প্রপঞ্চমাত্র অতিক্রান্ত হইয়াছিল; সরলহৃদয়তা, যদৃচ্ছা-লাভসন্তোষ ও প্রশান্তচিত্ততা অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃতই ছিল।

গ্রোশ্যস।

গ্রোশ্যস ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে, হলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেল্ফট নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কালেই অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা অত্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অষ্ট বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লাটিন ভাষাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় পণ্ডিতসমাজে গণিত, ব্যবহারসংহিতা ও দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতে পারিতেন। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে হলণ্ডের রাজদূত বর্নিবেল্টের সমভিব্যাহারে পারিস রাজধানী গমন করেন। তথায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ও সুশীলতা দ্বারা ফ্রান্সের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চতুর্থ হেনরির নিকট ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন এবং সর্ব্বত্রই অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। হলণ্ড প্রত্যাগমনের পর ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন এবং সতর বৎসরের অধিক নয় এমন বয়সে ধর্ম্মাধিকরণে প্রথম বারেই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা অতিপ্রভূত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন এবং অল্প কালমধ্যেই প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।

বীরনগরের অধ্যক্ষের মেরি রিজর্সবর্গ নাম্নী এক কন্যা ছিল। গ্রোশ্যস ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী রমণীয় গুণগ্রাম দ্বারা গ্রোশ্যসের যোগ্যা ছিলেন এবং গ্রোশ্যসের সহধর্ম্মিণী হওয়াতে তাঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হইয়াছিল। কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর অবিচলিত সদ্ভাবে ও যৎপরোনাস্তি প্রণয়ে কাল যাপন করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই দৃষ্ট হইবেক নিগৃহীত স্বামীর ক্লেশশান্তি বিষয়ে ঐ পতিপ্রাণা রমণীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্য্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।

গ্রোশ্যস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমণ্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ, ধর্ম্ম ও দণ্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসঙ্কুল ছিল। মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধত্য ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। গ্রোশ্যস, আর্ম্মিনিয় সাম্প্রদায়িক (১২) ও সর্ব্বতন্ত্রপক্ষীয় (১৩) ছিলেন। তিনি স্বীয় ব্যবসায়িক কার্য্যোপলক্ষে ত্বরায় এমন বিবাদবাগুরাতে পতিত হইলেন যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিল। তাঁহার তুল্যমতাবলম্বী পূর্ব্বসহায় বার্নিবেল্ট বিদ্রোহাভিযোগে ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইলে, তিনি স্বীয় লেখনী ও আধিপত্য দ্বারা তাঁহার যথোচিত সহায়তা করেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। ১৬১৯ খৃঃ অব্দে বার্নিবেল্টের প্রাণদণ্ড হইল এবং গ্রোশ্যস দক্ষিণ হলণ্ডের অন্তঃপাতী লোবিষ্টিনের দুর্গ মধ্যে যাবজ্জীবন কারানিরুদ্ধ হইলেন। এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্ব্বস্বও হৃত হইল।

বিচারারম্ভের পূর্ব্বে গ্রোশ্যস কোন সংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুকা হইয়াও কোন ক্রমে তাঁহার নিকটে যাইতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার দণ্ড বিধানের পর কারাধিবাসসহচরী হইবার প্রার্থনায় ব গ্রতা

(১২) খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আর্ম্মিনিয়স্ নামে এক ব্যক্তি এক নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। প্রবর্ত্তকের নামানুসারে ইহার নাম আর্ম্মিনিয় সম্প্রদায় হইয়াছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী লোকদিগের অত্যন্ত বিরোধ ছিল।

(১৩) যেখানে রাজা নাই সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাকে সর্ব্বতন্ত্র বলে। সর্ব্ব সর্ব্বসাধারণ; তন্ত্র রাজ্যচিন্তা।

প্রদর্শন পূর্ব্বক আবেদন করিয়া তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত হই-লেন। গ্রোশ্যস তাঁহার এইরূপ অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া এক স্বরচিত লাটিন কাব্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সন্নিধানাবস্থানকে কারাবাস-ক্লেশরূপ অন্ধতমসে সূর্য্যকরোদয় স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সমুদয় হলণ্ডের লোকেরা গ্রোশ্যসের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বা-হার্থে আনুকূল্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সমুচিত গর্ব্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তর দিলেন আমার যাহা সংস্থান আছে তদ্দ্বারাই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিব, অন্যের আনুকূল্য আবশ্যক নাই। তিনি স্ত্রীজাতিসুলভ বৃথা শোক পরবশ না হইয়া সাধ্যানুসারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। গ্রোশ্যসের অধ্যয়নানুরাগও এক বিল-ক্ষণ বিনোদনোপায় হইয়াছিল। বস্তুতঃ গুণবতীভার্য্যাসহায় ও প্রশস্তপুস্তকমণ্ডলীপরিবৃত ব্যক্তির সাংসারিক সঙ্কটে বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি। তথাহি, গ্রোশ্যস যাবজ্জীবন কারাবাসরূপ গুরু দণ্ডে নিগৃহীত হইয়াও তথায় অভিমত অধ্যয়ন দ্বারা প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার পত্নী তদীয় উদ্ধার সাধনে একান্ত অধ্যব-সায়িনী ছিলেন। যাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাকে পতিসমভি-ব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, বোধ হয়, পতিপ্রাণা কামিনীর বুদ্ধিকৌশলে ও উদ্যোগে কি পর্য্যন্ত কার্য্য সাধন হইতে পারে তাঁহারা তদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও এই অভিলষিত সমাধানের উপায় চিন্তনে বিরতা হয়েন নাই এবং যদ্দ্বারা এতদ্বিষয়ের আ-নুকূল্য হইবার সম্ভাবনা, এতাদৃশ ব্যাপার উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতেন না।

গ্রোশ্যস সন্নিহিত নগরবর্ত্তী বন্ধুবর্গের নিকট হইতে পাঠার্থ পুস্তকানয়নের অনুমতি পাইয়াছিলেন। পাঠসমাপ্তির পর সেই সকল পুস্তক করণ্ডকমধ্যগত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত। ঐ সমভিব্যাহারে তাঁহার মলিন বস্ত্রও ক্ষালনার্থে রজকালয়ে যাইত। প্রথমতঃ রক্ষকেরা তন্ন তন্ন করিয়া ঐ করণ্ডকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত; কিন্তু কোন বারেই সন্দেহোদ্বোধক বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে শিথিলপ্রযত্ন হয়। গ্রোশ্যসের পত্নী, রক্ষিগণের ক্রমে ক্রমে এইরূপ শৈথিল্য ও অযত্ন প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, পতিকে সেই করণ্ডকমধ্যগত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার উপায় কল্পনা করিতে লাগিলেন। বায়ু প্রবেশার্থে তাহাতে কতিপয় ছিদ্র প্রস্তুত করিলেন এবং গ্রোশ্যস এইরূপ সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন ইহাও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস দুর্গাধ্যক্ষের অসন্নিধানরূপ সুযোগ দেখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন আমার স্বামী অত্যধিক অধ্যয়নদ্বারা শরীরপাত করিতেছেন; অতএব আমি রাশীকৃত সমুদায় পুস্তক এককালে ফিরিয়া দিতে বাসনা করি।

এইরূপ প্রার্থনাদ্বারা তাঁহার সম্মতি লাভ হইলে, নিরূপিত সময়ে গ্রোশ্যস করণ্ডকমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দুই জন সৈনিকপুরুষ অধিরোহণী দ্বারা অতি কষ্টে করণ্ডক অবতীর্ণ করিল। ঐ করণ্ডক সমধিকভারাক্রান্ত দেখিয়া তাহাদিগের অন্যতর পরিহাস পূর্ব্বক কহিল ভাই! ইহার ভিতরে অবশ্যই এক আর্ম্মিনিয় আছে। গ্রোশ্যসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন হাঁ ইহার মধ্যে কতকগুলি আর্ম্মিনিয় পুস্তক আছে বটে। যাহা হউক, সৈনিকপুরুষ করণ্ডকের অসম্ভব ভার দর্শনে সন্দিহান হইয়া উচিতবোধে অধ্যক্ষপত্নীর গোচর করিল। কিন্তু

তিনি কহিলেন ইহার মধ্যে অধিক পুস্তক আছে তাহাতেই এত ভারী হইয়াছে; গ্রোশ্যসের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তাঁহার পত্নী ঐ সমুদায় পুস্তক এক কালে ফিরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুমতি লইয়াছেন।

এক দাসী এই গোপনীয় পরামর্শের মধ্যে ছিল সে ঐ করণ্ডকের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। করণ্ডক এক বন্ধুর আলয়ে নীত হইলে গ্রোশ্যস অব্যাহত শরীরে তন্মধ্য হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজমিস্ত্রির বেশপরিগ্রহও করে কর্ণিক ধারণ পূর্ব্বক. আপণের মধ্য দিয়া গমন করিয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা ব্রাবণ্টে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে শকট যানে এণ্টওয়ের্প প্রস্থান করিলেন। ১৬২১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে এই শুভ ব্যাপার নির্ব্বাহ হয়। গ্রোশ্যসের সহধর্ম্মিণীর যত দিন এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিল, গ্রোশ্যস সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষবর্গের ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছেন, তাবৎ তিনি সকলের এই বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী অত্যন্ত রোগাভিভূত হইয়া শয্যাগত আছেন।

কিয়ৎ দিন পরে এই বিষয় প্রকাশ হইলে তিনি পূর্ব্বাপর সমুদায় স্বীকার করিলেন। তখন দুর্গাধ্যক্ষ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে, তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলা পামর প্রস্তাব করিয়াছিল তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকেরই অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইল। ফলতঃ সকলেই তাঁহার বুদ্ধিকৌশল, সহিষ্ণুতা ও পতিপরায়ণতা দর্শনে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গ্রোশ্যস ফ্রান্সে গিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে

লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে তাঁহার পরিবারও তথায় সমাগত হইলেন। পারিস রাজধানীতে বাস করা বহুব্যয়সাধ্য; এজন্য গ্রোশ্যস প্রথমতঃ কিছু কাল অর্থের অসঙ্গতিনিবন্ধন অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছিলেন। অবশেষে ফ্রান্সের অধিপতি তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া অবিশ্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার যশঃশশধর সমুদায় ইউরোপ মধ্যে বিদ্যোতমান হইতে লাগিল।

ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনল রিশিলিয়ু গ্রোশ্যসকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল ফ্রান্সের হিতচিন্তা বিষয়ে ব্যাসক্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রোশ্যস, প্রাকৃত জনের ন্যায়, তাঁহার সমুদায় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে অধীনতানিবন্ধন বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন। গ্রোশ্যস এইরূপে একান্ত হতাদর হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনার্থে অতিশয় উৎসুক হইলেন। তদনুসারে ১৬২৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণার্থ হলণ্ড প্রস্থান করিলেন।

গ্রোশ্যস প্রত্যাগমন বিষয়ে প্রাড়্বিবাকদিগের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎকালে দণ্ডনীতি বিষয়ে যে নিয়ম পরিবর্ত্ত হইয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুসারে, সাহসপূর্ব্বক রটর্ডাম নগরে উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তাঁহার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ হইয়াছিল, তখন তিনি কোন প্রকারেই অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাহেন নাই; বিশেষতঃ, এমন দৃঢ় রূপে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিপক্ষেরা অত্যন্ত অপদস্থ ও অবমানিত হয়; অতএব তাহারা তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে খড়্গহস্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, কতকগুলি লোক তাঁহার প্রতি আনু-

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাড্বিবাকেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন,যে ব্যক্তি গ্রোশাসকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেক সে উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেক। গ্রোশ্যসের জন্মভূমি বলিয়া যে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তত্রত্য লোকেরা তাঁহার প্রতি এইরূপ নৃশংস ব্যবহার করিল।

তিনি হলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, হম্বর্গ নগরে গিয়া দুই বৎসর অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থান কালে, সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিষ্টিনার অধিকারে বিষয়কর্ম্ম স্বীকারে সম্মত হওয়াতে রাজ্ঞী তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজসভায় দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তথায় দশ বৎসর অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কাল পরেই, নানা কারণবশতঃ দৌত্যপদ দুরূহ ও কষ্টপ্রদ বোধ হওয়াতে, বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ প্রার্থনায় আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। সুইডেনে প্রত্যাগমন কালে হলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল; এক্ষণে বিশিষ্টরূপ সমাদর করিল।

তিনি সুইডেনে উপস্থিত হইয়া, ক্রিষ্টিনাকে সমস্ত কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া, লুবেক প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত দুর্যোগ হওয়াতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া, এক অনাবৃত শকটে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতাদোষেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। রষ্টক পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহাকে বিরত হইতে হইল। এবং ঐ স্থানেই, ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে, আগষ্টের অষ্টাবিংশ দিবসে, ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রিয়তমা পত্নী এবং ছয় পুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

গ্রোশ্যস নানাবিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সকলে স্বীকার করেন তদীয় গ্রন্থ পরম্পরা দ্বারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে অধিকাংশই নিরবচ্ছিন্ন শব্দবিদ্যাসম্বন্ধ সুতরাং তৎসমুদায় এক্ষণে এক প্রকার অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে। আর ঐ কারণ বশতই তাঁহার আলঙ্কারিক গ্রন্থ সকলও একান্ত উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি নৈসর্গিক ও জাতীয় বিধান বিষয়ে "সন্ধিবিগ্রহবিধি" নামক যে অতি প্রধান গ্রন্থ লাটিন ভাষায় রচনা করিয়াছেন, অধুনাতন কালে তদ্দ্বারাই তাঁহার কীর্ত্তি পৃথ্বী মণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্বারা ইউরোপীয় অধুনাতন বিধান শাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছে।

সর উইলিয়ম হর্শেল।

উইলিয়ম হর্শেল, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বর, হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা চারি সহোদর; তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতা তূর্য্যাজীব ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তাঁহারাও চারি সহোদরে উত্তরকালে ঐ ব্যবসায়ে ব্রতী হইবার নিমিত্ত তাহাই শিক্ষা করেন। হর্শেলের অল্প বয়সেই বিদ্যানুশীলন বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ হওয়াতে, পিতা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার নিকট ন্যায়, নীতি ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া উক্ত দুরূহ বিদ্যাত্রিতয়ে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু পিতা মাতার অসঙ্গতি ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত ত্বরায় তাঁহার বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মিল। পরে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক সৈনিক দলসংক্রান্ত বাদাকরসম্প্রদায়ে নিয়োজিত হইলেন এবং ১৭৫৭, অথবা ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ঐ সৈনিক দল সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতাও সেই সঙ্গে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন। তিনি কতিপয় মাসান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু হর্শেল ইংলণ্ডে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত পিতার সম্মতি লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।

হর্শেল কোন্ সময়ে ও কি উপলক্ষে সৈনিক দল সংক্রান্ত বাদ্য-কর সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন তাহা বিজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাঁহাকে যে প্রথমতঃ কিয়ৎকাল দুঃসহ ক্লেশ পরম্পরায় কালযাপন করিতে হইয়াছিল এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় বিশিষ্টরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার যে সকল বিষয়ে সবিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, পরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে অরল আব ডার্লিংটনের অনুগ্রহোদয় হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে এক সৈনিক বাদ্যকর সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা ও উপদেশকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হর্শেল এই কর্ম্ম সমাধা করিয়া ইয়র্কসরে তূর্য্যাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় সৎসর অতিবাহন করেন; প্রধান প্রধান নগরে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন এবং দেবালয় সংক্রান্ত তূর্য্যাজীব সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি হইয়া তদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই কর্ম্মে জর্ম্মন জাতীয়েরা বিশেষ নিপুণ।

হর্শেল এবংবিধ অবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া অন্ন চিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও আর আর চিন্তা একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই। বিষয় কর্ম্মে অবসর পাইলেই, একচিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয় সহকারে, ইঙ্গরেজী ও ইটালিক ভাষার অনুশীলন এবং বিনা সাহায্যে লাটিন ও গ্রীক ভাষা অভ্যাস করিতেন। তৎকালে তিনি এই মুখ্য অভিপ্রায়েই এই সমস্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন যে উহা নিজ ব্যাবসায়িকী বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে বিশেষ উপযোগিনী হইবেক এবং উত্তর কালেও, এই উদ্দেশেই, ডাক্তর রবর্ট স্মিথ রচিত তূর্য্যবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তূর্য্য বিদ্যা বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল স্মিথের পুস্তক তাহার মধ্যে এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

ঠিল। কিন্তু কর্ম্মের বাহুল্য হইলেও, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তাঁহার যে গাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিল না। প্রত্যহ তূর্য্য বিষয়ে ক্রমাগত দ্বাদশ অথবা চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেন, কিন্তু তৎপরে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র গণিত বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।

এইরূপে হর্শেল ক্রমে ক্রমে রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং তখন আপনাকে পদার্থবিদ্যার অনুশীলনে সমর্থ জ্ঞান করিলেন। পদার্থবিদ্যার নানা শাখার মধ্যে জ্যোতিষ ও দৃষ্টিবিজ্ঞান এই দুই বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ জন্মে। ঐ সময়ে জ্যোতিষসংক্রান্ত কতিপয় অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তদনুসারে তিনি অবকাশ কালে উক্ত বিদ্যাবিষয়ক গবেষণাতে মনোনিবেশ করিলেন।

গ্রহমণ্ডলীবিষয়ক যে যে অদ্ভুত ব্যাপার পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত, কোন প্রতিবেশবাসীর সন্নিধান হইতে, একটী দূরবীক্ষণ চাহিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ক্রয় করিবার বাসনায়, অবিলম্বে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগর হইতে, তদপেক্ষায় অনেক বড় একটা আনাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। কিন্তু তিনি যত অনুমান করিয়াছিলেন ও তাঁহার যত দিবার সঙ্গতি ছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষায় অধিক হইবাতে ক্রয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ পাইলেন। ক্ষোভ পাইলেন বটে; কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না—তৎক্ষণাৎ সেই অক্রেয় দুরবীক্ষণের তুল্যবল দূরবীক্ষণান্তর নির্ম্মাণ স্বহস্তেই আরম্ভ করিলেন। এই বিষয়ে বারংবার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও

কিন্তু এই পুস্তকের অনুশীলন অনতিবিলম্বে তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবসায় পরিত্যাগের এবং ব্যবসায়ান্তরাবলম্বনের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন গণিত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন না হইলে ডাক্তর স্মিথের গ্রন্থের অনুশীলনে বিশেষ উপকার দর্শিবেক না. অতএব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ও অধ্যবসায় সহকারে এই নূতন বিদ্যার অনুশীলনে নিবিষ্টমনা হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহাতে এমন আসক্ত হইয়া উঠিলেন যে অবসর পাইলে আর আর যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেন সে সমুদায় এই অনুরোধে এক বারেই পরিত্যক্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে হর্শেল, বেট্স নামক এক ব্যক্তির নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রযত্নে ও আনুকূল্যে, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে, হালিফাক্সের দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসর সামান্য রূপ তূর্য্য কর্ম্মের অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত বাথ নামক নগরে গমন করেন। তথায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন দ্বারা শুশ্রূষুবর্গকে পরম পরিতোষ প্রদান করাতে, সেই নগরের এক দেবালয়ে তূর্য্যাজীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন।

তিনি এক্ষণে যে পদে নিযুক্ত হইলেন তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। তদ্ব্যতিরিক্ত, রঙ্গভূমি ও অন্যান্য স্থানে তূর্য্যপ্রয়োগ এবং শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদানাদির উত্তম রূপ অবকাশ ও সুযোগ ছিল। অর্থোপার্জ্জন যদি তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে, তিনি অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ সঙ্গতি করিতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে তাঁহার যেরূপ যত্ন ও অনুরাগ ছিল অর্থোপার্জ্জনে সেরূপ ছিল না। অতঃপর ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়সংক্রান্ত কর্ম্মের বিলক্ষণ বাহুল্য হইয়া উ-

তিনি পরিশেষে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রযত্ন বৈফল্য দ্বারা তাঁহার উৎসাহের উত্তেজনাই হইত।

যে পথে হর্শেলের প্রতিভা দেদীপ্যমান হইবেক, এক্ষণে তিনি সেই পথের পথিক হইলেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বহস্ত নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ দ্বারা শনৈশ্চর গ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ ও জ্যোতিষসংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে যে এতাবতী সাধীয়সী সিদ্ধিপরম্পরা ঘটিয়াছে এই তার সূত্রপাত হইল। হর্শেল অতঃপর, বিদ্যানুশীলন বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর অনুরাগসম্পন্ন হইয়া সমধিক সময় লাভ বাসনায়, অর্থলাভপ্রতিরোধ স্বীকার করিয়াও স্বীয় ব্যাবসায়িক কর্ম্ম ও শিষ্যসংখ্যার ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে যাদৃশ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন অবকাশ কালে ব্যাপারান্তর বিরহিত হইয়া. তদপেক্ষায় অধিকশক্তিক যন্ত্রনির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিলেন। এইরূপে অচির কালের মধ্যেই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট কতিপয় দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইল।

এই সকল যন্ত্রের মুকুর নির্ম্মাণে তিনি অক্লিষ্ট অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একটী দূরবীক্ষণের জন্যে মনোমত একখানি মুকুর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যূন দুই শত খান গঠন ও একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্তচিত্তে করিয়াছিলেন। যখন তিনি মুকুর নির্ম্মাণে বসিতেন, ক্রমাগত দ্বাদশ চতুর্দ্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন, মধ্যে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও বিরত হইতেন না। অন্য কথা দূরে থাকুক, আহারানুরোধেও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে হস্তোত্তোলন করিতেন না। ঐ কালে তাঁহার সহোদরা যৎকিঞ্চিৎ যাহা মুখে তুলিয়া দিতেন তন্মাত্রই আহার হইত। তিনি এই আশঙ্কা করিতেন যে, কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া

মধ্যে ক্ষণমাত্রও ভঙ্গ দিলে সম্যক্ সমাধানের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। তিনি মুকুর নির্ম্মাণ বিষয়ে প্রচলিত নিয়মের নিতান্ত অনুবর্ত্তী না হইয়া স্বীয় বুদ্ধিকৌশলেই অধিকাংশ সম্পাদন করিতেন।

হর্শেল, ১৭৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ, যে নূতন গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন, বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা তদ্দ্বারাই লোক সমাজে সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ক্রমাগত প্রায় দেড় বৎসর রীতিমত নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। দৈবযোগে উল্লিখিত দিবসের সায়ং সময়ে স্বহস্তবিনির্ম্মিত এক অত্যুৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ নভোমণ্ডলৈকদেশে প্রয়োগ করিয়া এক নক্ষত্র দেখিতে পাইলেন। বোধ হইল, তৎসন্নিহিত সমুদায় নক্ষত্র অপেক্ষা তাহার প্রভা স্থিরতর। উক্ত হেতু প্রযুক্ত ও তদীয় আকারগত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য দর্শনে সংশয়ান হইয়া, তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। কতিপয় হোরার পর পুনর্ব্বার পর্য্যবেক্ষণ করাতে, উহা স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়া, তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পর দিন এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ দূর হইল। প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যাহা দেখিয়াছি ইহ, সেই নক্ষত্র কি না। কিন্তু ক্রমাগত আর কয়েক দিবস পর্য্যবেক্ষণ করাতে তদ্বিষয়ক সমুদায় দ্বৈধ অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর এই সমুদায় ব্যাপার রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ ডাক্তর মাস্কিলিনের গোচর করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন ইহা নূতন ধূমকেতু না হইয়া যায় না। কিন্তু আর কয়েক মাস ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ করাতে এই ভ্রান্তি নিরাকৃতহইল। এবং তখন স্পষ্ট বোধ হইল যে ইহা এক অনাবিষ্কৃত

পূর্ব্ব নূতন গ্রহ, ধূমকেতু নহে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী যে সৌর জগতের অন্তর্গত, এই নূতন গ্রহও তদন্তর্ব্বর্ত্তী †। তৎকালে তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। হর্শেল তাঁহার মর্য্যাদা নিমিত্ত তদীয় নামানুসারে স্বাবিষ্কৃত নক্ষত্রের নাম জর্জিয়ম সাইডস্ অর্থাৎ জর্জ নক্ষত্র রাখিলেন। কিন্তু ইয়ুরোপের প্রদেশান্তরীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহার য়ুরেনস এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে এই গ্রহকে হর্শেল ও বলিয়া থাকে। তদনন্তর হর্শেল ক্রমে ক্রমে স্বাবিষ্কৃত নূতন গ্রহের ছয় পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ চন্দ্র প্রকাশ করিলেন।

জর্জিয়ম সাইডসের আবিষ্ক্রিয়া বার্ত্তা প্রচার হইলে, হর্শেলের নাম একবারে জগদ্বিখ্যাত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই ইংল-

† সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মতে পৃথিবী স্থিরা; আর সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতের নিতান্ত বিপরীত। তাঁহাদের মতে সূর্য্য সকলের কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী, আর গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য গ্রহমধ্যে পরিগণিত নহে; যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারাই গ্রহ। পৃথিবীও বুধ, শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যথা নিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত উহাও গ্রহ মধ্যে পরিগণিত। আর যাহারা কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে উপগ্রহ ও সেই সেই গ্রহের পারিপার্শ্বিক বলে। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ নহে, ইহা এক উপগ্রহ, পৃথিবী গ্রহের পারিপার্শ্বিক মাত্র। এক সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুগণ লইয়া এক সৌর জগৎ হয়। গ্রহ উপগ্রহগণ নিজে তেজোময় নহে তেজোময় সূর্য্যের আলোকপাত দ্বারা ঐরূপ প্রতীয়মান হয়। ইয়ুরোপীয় ইদানীন্তন কালীন জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহা প্রায় এক প্রকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক সূর্য্য, নিজে তেজোময় এবং এক এক জগতের কেন্দ্রভূত। এই অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমধ্যে আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা কাহারও সাধ্য নহে।

ণ্ডেশ্বর এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বার্ষিক ত্রিসহস্র মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন যে, তিনি বাথ নগরীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বিদ্যানুশীলনে রত থাকিতে পারিবেন। হর্শেল তদনুসারে ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উইণ্ডসর সন্নিহিত স্লো-নামক স্থানে অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন। অতঃপর তিনি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া কেবল পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনেই রত হইলেন। বাস্তবিকও, ক্রমাগত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ ও নভোমণ্ডলী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিয়াছিলেন।

ইতি পূর্ব্বে নূতন গ্রহের যে আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত হইল তিনি তদ্ব্যতিরিক্ত নানাবিধ মহোপকারক অভিনব আবিষ্ক্রিয়া ও অতর্কিতচর বহুতর নিপুণ প্রগাঢ় কল্পনা দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষায় অধিকায়ত ও অধিকশক্তিক দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বিষয়ে কতিপয় মহোপকারিণী সুবিধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্লো নামক স্থানে, ইংলণ্ডেশ্বরের নিমিত্ত যে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দের শেষে তিনি এই অতিবৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে, ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৭এ আগষ্ট, এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হয়। ঐ যন্ত্র অতিশয় জটিল বটে; কিন্তু প্রগাঢ়তরবুদ্ধিকৌশলে সম্পাদিত। উহা দ্বারা ঐ দূরবীক্ষণের সঞ্চালনাদি ক্রিয়া নিয়মিত হইত। শনৈশ্চরের ষষ্ঠ পারিপার্শ্বিক বলিয়া যাহাকে সকলে অনুমান করিত, সন্নিবেশ দিবসেই সেই দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা উদ্ভাবিত হইল। কিয়দ্দিনানন্তর ঐতদ দ্বারা শনৈশ্চরের সপ্তম পারিপার্শ্বিকও আবিষ্কৃত হয়। এক্ষণে উহা স্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং

তৎপরিবর্ত্তে হর্শেলের সুবিখ্যাত পুত্রের হস্তবিনির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্য এক দূরবীক্ষণ তথায় স্থাপন করা গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব্বযন্ত্রের অর্দ্ধকের অধিক নহে।

ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে এই প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ, স্বাভিলষিত বিদ্যার আলোচনা বিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নক্ষত্রদর্শনযোগ্য কালে কখনই শয্যারূঢ় থাকিতেন না; কি শীত কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহের ভাব অবগত হইয়া তদ্বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ স্বাভিপ্রায় সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।

হর্শেল তৎকালজীবী প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদবর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন এবং পণ্ডিতসমাজে ও রাজসন্নিধানে যথেষ্ট মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে, যুবরাজ চতুর্থ জর্জ্জ তাঁহাকে নাইটের পদ প্রদান করেন। হর্শেল, প্রথমে সেনাসম্পর্কীয় তূর্য্যসম্প্রদায়নিযুক্ত এক দরিদ্র বালকমাত্র ছিলেন; কিন্তু বহুমঙ্গলহেতুভূত জ্যোতির্ব্বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত গরীয়সী আয়াসপরম্পরা স্বীকার করাতে, পরিশেষে এইরূপে পুরস্কৃত হইলেন। হর্শেল, মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই। অনন্তর ১৮২২ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে ত্র্যশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন। তিনি যথেষ্ট বয়স ও যথেষ্ট মান প্রাপ্ত হইয়া এবং পরিবারের নিমিত্ত অপ্রমিত সম্পত্তি রাখিয়া তনুত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পরিবার, তদীয় অপ্রমিত ধন সম্পত্তির ন্যায় তদীয় অদ্ভুত ধীসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

শকুন্তলা।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে নরপতি ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়া উপলক্ষে কণ্ব মুনির আশ্রমে উপনীত হন। মহর্ষি তৎকালে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না স্বীয় পালিত তনয়া শকুন্তলার দুর্দ্দৈবশান্তির নিমিত্ত সোমতীর্থ প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই আশ্রমে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে করিতে শকুন্তলার সহিত রাজার অতি প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্চার হইল। তখন তিনি মহর্ষির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করিয়া তদীয় অগোচরে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহ সমাধান করিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে শকুন্তলার দুই সহচরী ছিলেন কেবল তাঁহারাই রাজা ও শকুন্তলার প্রণয় ও পাণিগ্রহণ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত ছিলেন তদ্ব্যতিরিক্ত আশ্রমবাসী অপর কোন ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিত না। রাজা শকুন্তলাসহবাসে কিছুদিন আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া রাজধানী প্রতিগমন কালে শকুন্তলার হস্তে স্বনামাঙ্কিত মণিময় অঙ্গুরীয় অর্পণ করিলেন এবং কহিলেন প্রিয়ে এই অঙ্গুরীয় তোমার নিকট রহিল, প্রতি দিন আমার এক এক নামাক্ষর গণনা করিবে গণনাও সমাপ্ত হইবে, আমার লোক আসিয়া তোমারে রাজধানী লইয়া যাইবেক, ইহার কোন ব্যতিক্রম হইবেক না। রাজা রাজধানীতে গিয়া পাছে ভুলিয়া যান্ এই আশঙ্কায় ও বিরহভাবনায় শোকাকুলা শকুন্তলার নয়নযুগল হইতে অতি প্রবলবেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা অশেষবিধ আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার ও তাঁহার সহচরীদিগের নিকট বিদায় লইয়া নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

রাজা প্রস্থান করিলে পর, এক দিন অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন সখি! শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা আপন অনুরূপ পতি লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু আমার এই ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তঃপুরবাসিদিগের সমাগমে শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! সে সন্দেহ করিও না; তেমন আকৃতি কখন গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমাব আর ভাবনা হইতেছে, না জানি পিতা আসিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কি বলেন। অনসূয়া কহিলেন সখি! আমার বোধ হইতেছে তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কর্ম্ম হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথমাবধিই এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন গুণবান্ পাত্রে কন্যা প্রদান করিব। যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য্য হইলেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষেব বিষয় কি। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শকুন্তলা অতিথি পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়া একাকিনী কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা আছেন। দৈবযোগে দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমি অতিথি। শকুন্তলা রাজার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন সুতরাং দুর্ব্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা অবজ্ঞা দর্শনে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অপমান করিলি। তুই যার চিন্তায় মগ্ন

হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলি—আমি অভিশাপ দিতেছি—তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা কোন পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা, ইঁহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখ শাপ দিয়া রোষভরে সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর কি হইবে বল? শীঘ্র গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন; আমিও এই অবকাশে কুটীরে গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। অনসূয়া কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়া কুটীরে পহুছিবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা পথিমধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন সখি! জানইত, সে স্বভাবতঃ অতি কুটিলহৃদয়; সে কি কাহারও অনুনয় শুনে। তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম নিতান্তই ফিরিবেন না তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম ভগবন্! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে? কৃপা করিয়া তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। তখন তিনি কহিলেন আমি যাহা কহিয়াছি, অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহার শাপ মোচন হইবেক; এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন ভাল, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজর্ষি প্রস্থান কালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপ মোচনের উপায় রহিয়াছে, রাজা

যদিই বিস্মৃত হন, তাঁহার সেই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইলেই স্মরণ হইবে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণে উভয়ে কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শকুন্তলা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া, স্পন্দহীনা, মুদ্রিত-নয়না, চিত্রার্পিতার ন্যায় উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া একবারেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। অনসূয়া কহিলেন সখি! এই বৃত্তান্ত আমাদের মনে মনেই থাকুক, কোন মতেই কর্ণান্তর করা হইবেক না; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ জলে নবমালিকা সেচন করে?

কিয়ৎদিন পরে মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন,এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল "মহর্ষে! রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন"। মহর্ষি এইরূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমার পরম সৌভাগ্য যে শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর প্রফুল্লবদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন বৎসে! আমি তোমার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হই-

য়াছি এবং অবিলম্বে দুই শিষ্য ও গোতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমাকে ভর্ত্তৃসন্নিধানে পাঠাইয়া দিতেছি। অনন্তর তদীয় আদেশক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গোতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলাসমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশ ভূষা সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিপরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছি, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু! পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কাল হরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহ যাইতেছেন তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ

করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন বিরহে কাতর হইতেছ এরূপ নহে; তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইতেছে দেখ। দেখ! সচেতন জীব মাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর? বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন বনতোষিণি! শাখাবাহুদ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে বল? এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হয়ে তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল? কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে, এই বলিয়া, মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণ শোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমন রোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! আর আমার সঙ্গে এস কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম! এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন তবে আইস এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন বৎস! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে "আমরা বনবাসী, তপস্যায় কাল যাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবে-

চনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহ দৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়"।

শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি; কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না, স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না, মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টক স্বরূপ। ইহা কহিয়া বলিলেন দেখ, গোতমীই বা কি বলেন? গোতমী কহিলেন বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন বাছা! উনি যে গুলি বলিলেন সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন অনসূয়া প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গোতমী তোমার সঙ্গে যাবেন। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে [illegible] চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণনয়নে কহি-

লেন বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে, যে আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গোতমী কহিলেন বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাবার বেলা বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয় কহিয়া লও। আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন। সখি! তোমরা উভয়ে এককালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন তবে তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন সখি! তোমরাএমন কথা বলিলে কেন, বল? আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শকুন্তলা, গোতমী প্রভৃতির সমভিব্যাহারে, দুষ্মন্তরাজধানী প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এক দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহি-

ভূর্ত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রম প্রতি গমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয় তদ্রূপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।

পঞ্চম অঙ্ক।

এক দিন রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্য্যসমাধানান্তে একান্তে আসীন হইয়া, প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হংসপদিকা নামে এক পরিচারিণী সঙ্গীতশালায় অতি মধুর স্বরে এই ভাবের গান করিতে লাগিল "ওহে মধুকর! অভিনবমধুলোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া এখন, কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহাকে একবারে বিস্মৃত হইলে কেন"?

হংসপদিকার গীত শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন। কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া মন এমন আকুল হইতেছে! প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না; অথবা মনুষ্য, সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

রাজা মনে মনে এই বিতর্ক করিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! ধর্ম্মারণ্যবাসী তপস্বীরা মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা তপস্বিনাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন শীঘ্র উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে, বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া, স্বয়ং সমভিব্যাহারে

করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইসেন। আমি ইত্যবকাশে তপস্বিদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ দিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া, রাজা অগ্নিগৃহে অবস্থিতি করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন? কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে? কি কোন দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন অত্যন্ত আকুল হইতেছে। তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মারণ্যবাসী ঋষিরা মহারাজের অধিকারে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাকুলচিত্তে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, এই হেতু প্রীত হইয়া মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত, তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা পরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে অতিশয় প্রীত হইতে হয় ও অত্যন্ত প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ ফলিত হইলে ফলভরে অবনত হইয়া থাকে; বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নম্রভাবই অবলম্বন করে; সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে অনুদ্ধতস্বভাবই হয়েন।

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে

তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গোতমীকে কহিলেন পিসি! আমার ডানি চোখ নাচিতেছে কেন? গোতমী কহিলেন বৎসে! শঙ্কিতা হইও না; পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন। যাহা হউক, শকুন্তলা তদবধি মনে মনে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন? পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী কখন কাহার নয়নগোচর হয় নাই! রাজা কহিলেন সে যা হউক পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এ দিকে শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন? আর্য্যপুত্রের ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন, নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন মহারাজ! আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্ন সম্ভাবনা কোথায়? সূর্য্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া কহিলেন অদ্য আমার রাজশব্দ সার্থক হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্ কণের কুশল? ঋষিরা কহিলেন হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্ব্বাংশেই কুশলী।

এইরূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত

হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন আমাদিগের গুরুদেবের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি কহিয়াছেন “আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি। আপনি সর্ব্বাংশে আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র। এক্ষণে আপনকার সহধর্ম্মিণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, গ্রহণ করুন”। গোতমীও কহিলেন আর্য্য! আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলা আপন গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই। অতএব, তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে।

শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্য্যপুত্র কি বলেন। রাজা দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা শুনিয়া একবারে ম্রিয়মাণা হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনি লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও এরূপ কহিতেছেন কেন। আপনি কি জানেন না যে পরিণীতা নারী যদিও অত্যন্ত সাধুশীলা হয়, তথাপি সে নিয়ত পিতৃকুলবাসিনী হইলে লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে? এই নিমিত্ত, সে পতির অপ্রিয়া হইলেও, তাহার পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন কই আমি ত ইঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব রাজার অস্বীকার শ্রবণে, তদীয় ধূর্ত্ততা আশঙ্কা করিয়া, যৎ-

পরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছেন। অন্যে অন্যায় করিলে আপনাকে দণ্ড বিধান করিতে হয়। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্মবিদ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজা কহিলেন আপনি আমাকে এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয় তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে! রাজা কহিলেন আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি কোন ক্রমেই এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

এইরূপে রাজাকে অস্বীকার পরায়ণ ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অবনতমুখী দেখিয়া, গোতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি, তাহা হইলেই মহারাজ তোমাকে চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না বরং পূর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক সংশয়ারূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজা কহিলেন মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোন ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং কি প্রকারে ইঁহাকে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি। বিশেষতঃ ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায় কি সর্ব্বনাশ! একবারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া অশেষ সুখ সম্ভোগে কাল হরণ করিব.

বলিয়া যত আশা করিয়াছিলাম, সমুদায় এক কালে নির্ম্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! বিবেচনা করুন মহর্ষি কেমন সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন! আপনি তাঁহার অগোচরে তদীয় অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন না করিয়া বরং সাতিশয় সন্তুষ্টই হইয়াছেন এবং কন্যাকে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যান করিয়া এরূপ সদাশয় মহানুভাবের অবমাননা করা মহারাজের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আপনি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

শারদ্বত, শার্ঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি কহিলেন অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এক কথায় সকল বিষয়ের শেষ করিতেছি। এই বলিয়া শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ কহিতেছেন। এক্ষণে তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল এবং যাহাতে উঁহার প্রতীতি জন্মে এরূপ কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদুস্বরে কহিলেন যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব। কিন্তু আত্মশোধন আবশ্যক এই নিমিত্ত কিছু বলিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র!— এই মাত্র কহিয়া কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইয়া কহিলেন, যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন আর আর্য্যপুত্র শব্দে সম্বোধন করা অবিধেয়। এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন — পৌরব! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে তাদৃশী অমায়িকতা দেখাইয়া ও ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া

প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন ঋষিতনয়ে! যেমন বর্ষাকালীন নদী তীরতরুকে পতিত ও আপনার প্রবাহকেও পঙ্কিল করে, সেইরূপ তুমি আমাকে পতিত ও আপন কুলকেও কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি তুমি যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া, পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোন অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার আশঙ্কা দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন এ উত্তম কল্প; কই কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে ব্যস্ত হইয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন ম্লানবদনা ও বিষণ্ণা হইয়া গৌতমীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গোতমী কহিলেন বোধ হয়, আলগা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "স্ত্রীজাতি অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি" এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে ইহা তাহার এক উত্তম উদাহরণ।

রাজার এইরূপ ভাবদর্শনে ম্রিয়মাণা হইয়া শকুন্তলা কহিলেন আমি দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ অঙ্গুরীয় প্রদর্শন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলাম বটে; কিন্তু এমন কোন কথা বলিতেছি যে তাহা শুনিলে অবশ্যই তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইবেক। রাজা কহিলেন এক্ষণে শুনা আবশ্যক; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন মনে করিয়া দেখ, এক দিন তুমি ও আমি দুজনে নবমালিকা মণ্ডপে বসিয়া ছিলাম। তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙা ছিল। রাজা

কহিলেন ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইল। তুমি উহাকে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার নিকটে আসিল না। পরে আমি হস্তে করিলে, সে আসিয়া অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তোমারা দুজনেই জঙ্গলা, এ জন্য ও তোমার নিকটে আসিল।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশী-করণ মন্ত্রস্বরূপ। গোতমী শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন মহাভাগ! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিত, প্রব-ঞ্চনা কাকে বলে জানে না। রাজা কহিলেন তাপসবৃদ্ধে! প্রব-ঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা; শিখিতে হয় না। মানুষের কথা কি কহিব, পশু পক্ষীদিগেরও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কো-কিলারা, কেমন প্রবঞ্চনা করিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন অনার্য্য! তুমি আপনি যেমন অন্যকেও সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন তাপসকন্যে! দুষ্মন্ত গোপনে কোন কর্ম্ম করে না। যখন যাহা করিয়াছে সমুদায়ই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব এই বিশ্বাস করিয়া যখন আমি মধুমুখ পা-ষাণহৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে

যে এই ঘটিবেক ইহা বিচিত্র নহে। এই বলিয়া অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন না বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত হয় শার্ঙ্গরবের এই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার উপর অকারণে এরূপ দোষারোপ করিতেছেন? শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই তাহার কথা অপ্রমাণ, আর যাহারা পরপ্রতারণা বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবে! তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবে? শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন 'নিপাত'। রাজা কহিলেন পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

এইরূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া, শারদ্বত কহিলেন শার্ঙ্গরব! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলে প্রয়োজন কি? আমরা গুরুর নিয়োগ অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই চল। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গোতমী তিন জনে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ

লোচনে কাতরবচনে কহিলেন ইনি ত আমার এই করিলেন; তোমরাও আমাকে ফেলিয়া চলিলে; আমার কি গতি হই-বেক। এই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে। দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন; এখানে থাকিয়া আর কি করিবেক, বল? আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া, সরোষ নয়নে মুখ ফিরাইয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন আঃ দুর্বৃত্তে! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগি-লেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থই সেরূপ হও, তাহা হইলে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে; তাত কণ্ব আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর যদি তুমি মনে মনে আপনাকে পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব এই খানেই থাক, আমরা চলি-লাম। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে তপস্বীদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, রাজা শার্ঙ্গ-রবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি উঁহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন! পুরুবংশীয়েরা প্রাণান্তেও পরবনিতা পরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না। চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনি পরকীয় মহিলা আশঙ্কা করিয়া, অধর্ম্ম ভয়ে, শকুন্তলা পরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু ইহাও অসম্ভাবিত নহে আপনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া-ছেন। ইহা শুনিয়া রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি,

আপনি পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য বলুন। আমিই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীই মিথ্যা বলিতেছেন; এমন সন্দেহ স্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী হই।

পুরোহিত শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন কি আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন এ কথা বলি কেন? সিদ্ধ পুরুষেরা কহিয়াছেন আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত হইবেন। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হন ইহাকে গ্রহণ করিবেন; নতুবা ইঁহার পিতৃসমীপ গমন স্থিরই রহিয়াছে। রাজা কহিলেন যাহা আঁপনাদিগের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন তবে আমি ইঁহাকে প্রসব কাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে লইয়া রাখি। পরে শকুন্তলাকে বলিলেন বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা, পৃথিবি! বিদীর্ণ হও আমি প্রবেশ করি, আর আমি এ প্রাণ রাখিব না, এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুন্তলার বিষয়ই অনন্যমনে চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল? কি হইল? বলিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া, বিস্ময়োৎফুল লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। সেই স্ত্রী আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে অপ্সরাতীর্থের নিকট আপন অদৃষ্টকে ভর্ৎসনা করিয়া

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল ; অমনি এক জ্যোতিঃ-পদার্থ, স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন মহাশয়! যে বিষয় প্রত্যাখ্যান করা গিয়াছে সে বিষয়ের আলোচনায় আর প্রয়োজন কি? আপনি আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া অত্যন্ত আকুল হইয়াছিলেন অতএব শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

নদীতে স্নান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। ভ্রষ্ট হইবা মাত্র এক অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য কয়েক দিবস পরে এক ধীবরের জালে পতিত হইল। ধীবর. খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে ঐ মৎস্যকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তদীয় উদর মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইল। অঙ্গুরীয় পাইয়া, পরম উল্লাসিত মনে, এক মণিকারের আপণে বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার, সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া ধীবরকে চোর নিশ্চয় করিয়া নগরপালকে সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল অরে বেটা চোর! তুই এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল্? ধীবর কহিল মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল তুই বেটা যদি চোর নহিস্, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোকে দান করিয়াছেন?

এই বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে, চৌকীদার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল অরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমাকে মার কেন? আমি কেমন করিয়া এই আঙ্গটী পাইলাম বলিতেছি। এই বলিয়া কহিল আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল মর বেটা আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল বল্? ধীবর কহিল আজি সকালে আমি

শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলাম তাহার উদর মধ্যে এই আঙ্গটী ছিল। তার পর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি এমন সময়ে আপনি আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আর আমি কিছুই জানি না। আমাকে মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল শুনিয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিল অঙ্গুরীয়ে আমিষ গন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকীদারকে কহিল তুই এ বেটাকে এই খানে সাবধানে বসাইয়া রাখ্। আমি রাজবাটীতে গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত রাজার গোচর করি। রাজা সকল শুনিয়া যেমন অনুমতি করেন। এই বলিয়া নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়া রাজভবনে গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া চৌকীদারকে কহিল অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে; এ চোর নয়। অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি বিষয়ে যাহা কহিয়াছে, বোধ হইতেছে তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আর রাজা উহাকে অঙ্গুরীয়মূল্যের অনুরূপ এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিয়া ধীবরকে বিদায় করিল এবং চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত রাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি, নিতান্ত কাতর হইয়া, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শকুন্তলার পুনর্দ্দর্শন বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহার, বিহার ও রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা একবারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই ম্লানবদনে কাল যাপন করেন; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; কাহাকেও

নিকটে আসিতে দেন না। কেবল প্রিয়বয়স্য মাধব্য সর্ব্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে, মাধব্য তাঁহাকে প্রমদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে সুশীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বয়স্য! যদি তুমি তপোবনে যথার্থই শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তবে তিনি উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিলে কেন? রাজা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন বয়স্য! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া শকুন্তলাবৃত্তান্ত একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার বেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমার কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া কতই দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, কতই অপমান করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর মাধব্যকে কহিলেন ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম; তোমাকে ত সমুদায় কহিয়াছিলাম, তুমি কেন কথা প্রসঙ্গে কোন দিন শকুন্তলার কথা উত্থাপন কর নাই? তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে?

তখন মাধব্য কহিলেন বয়স্য! আমার দোষ নাই। তুমি সমুদায় বলিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলে শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল কথা কহিলাম সমস্তই পরিহাসমাত্র, বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত নির্ব্বোধ, তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস

করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত আর কখন সে কথা উত্থাপন করি নাই। প্রত্যাখ্যান দিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না। থাকিলেও বরং যাহা শুনিয়াছিলাম, বলিতাম। রাজা, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে কহিলেন বয়স্য! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। তখন মাধব্য কহিলেন বয়স্য! এরূপ শোকে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, সৎপুরুষেরা শোক মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত জনেরাই শোক মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়েই বায়ুভরে বিচলিত হয় তবে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? তুমি গম্ভীরস্বভাব; ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ কর।

প্রিয়বয়স্যের প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন সখে! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু মন আমার কোন ক্রমেই প্রবোধ মানে না। কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া প্রস্থান কালে, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক, আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার হৃদয়ে বিষলিপ্ত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেই সময়ে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ বিমোচন হইবেক না।

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাস প্রদানার্থে কহিলেন বয়স্য! অত কাতর হইও না; কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার শকুন্তলার সহিত সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন বয়স্য! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও সে আশা করি না। আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। এ জন্মের মত আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। নতুবা, তৎকালে আমার তেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল

কেন? মাধব্য কহিলেন বয়স্য! কোন বিষয়েই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে। দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনর্ব্বার তোমার হস্তে আসিবে, কাহার মনে ছিল।

ইহা শুনিয়া অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অঙ্গুরীয়! তুমিও আমার মত হতভাগ্য, নতুবা কি নিমিত্ত, প্রিয়ার কমনীয় কোমল অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া, পুনরায় সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে? মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তুমি কি উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে? রাজা কহিলেন রাজধানী প্রত্যাগমন কালে, প্রিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! কত দিনে আমাকে নিকটে লইয়া যাইবে? তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম প্রিয়ে! তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটি অক্ষর গণিবে। গণনাও সমাপ্ত হইবে আমার লোক আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে। প্রিয়ার নিকট সরলহৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু মোহান্ধ হইয়া একবারেই বিস্মৃত হইয়া যাই।

তখন মাধব্য কহিলেন ভাল বয়স্য! এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল? রাজা কহিলেন শুনিয়াছি শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন হাঁ সম্ভব বটে; সলিলে মগ্ন হইলে রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন আমি এই অঙ্গুরীয়ের যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোর কি লাভ হইল বল্? অথবা তোকে তিরস্কার করা অন্যায়; কারণ অচে-

ত্তন ব্যক্তি কখন গুণ গ্রহণ করিতে পারে না; নতুবা আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিলাম? এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।

রাজা শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন এমন সময়ে চতুরিকা নাম্নী পরিচারিকা এক চিত্রফলক আনয়ন করিল। রাজা চিত্তবিনোদনার্থে ঐ চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলার-প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন বয়স্য! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছ! দেখিয়া কোন ক্রমেই চিত্র বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ লাবণ্যের মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে! রাজা কহিলেন সখে! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই এই নিমিত্ত আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহাকে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে না। তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত হইয়াছে এই বলিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন চতুরিকে! বর্ত্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস। অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া দিয়া রাজা মাধব্যকে কহিলেন সখে! আমি স্বাদু শীতল নির্ম্মল জলপূর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় পিপাসা-শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন

তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব ; যেরূপে হরিণগণকে তপোবনে সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনীতে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলাম সে সমুদায়ও চিত্রিত করিব ; আর প্রথম দর্শন দিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষ পুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া রাজহস্তে এক পত্র সমর্পণ করিল। রাজা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পাঠ করিয়া এত বিষন্ন হইলে কেন ? রাজা কহিলেন বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত, অমাত্য আমাকে তাহার সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়। নাম লোপ হইল, বংশ লোপ হইল, এবং বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জ্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন আমার লোকান্তর হইলে আমারও নাম, বংশ ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন বয়স্য! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দাও কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া

প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর আমার পুত্রমুখ নিরীক্ষণের আশা নাই।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা, অপুত্রতানিবন্ধন শোক সংবরণ পূর্ব্বক, প্রতীহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি ধনমিত্রের অনেক ভার্য্যা আছে, তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা থাকিতে পারেন, অমাত্যকে এবিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতীহারী কহিল মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা। শুনিয়াছি শ্রেষ্ঠীকন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া প্রতীহারীকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যের সহিত পুনর্ব্বার শকুন্তলাসংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিতেছেন এমন সময়ে, ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া, মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমাকে আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন নিবেদন করি, শ্রবণ করুন্। কালনেমির সন্তান দুর্জ্জয় নামে কতকগুলা দুর্দ্দান্ত দানব দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় দিবসের নিমিত্ত, আপনাকে দেবলোকে গিয়া দুর্জ্জয় দানবদলের দমন করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন দেবরাজের এই আদেশে বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। পরে মাধব্যকে কহিলেন বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি কিয়দ্দিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তিনিই একাকী সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। এই বলিয়া সসজ্জ হইয়া ইন্দ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোক প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম অঙ্ক।

রাজা দানবজয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য্য সমাধানের পর, মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন কালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার করেন আমি আপনাকে সেই সৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হই। মাতলি কহিলেন মহারাজ! ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া লজ্জিত হন। দেবরাজও স্বকৃত সৎকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সঙ্কুচিত হন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিবেন না; বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সৎকার করিয়া থাকেন তাহা মনোরথেরও অগোচর। দেখুন, সমাগত সর্ব্বদেবসমক্ষে, অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন মহারাজ! আপনি সময়ে সময়ে দানব জয় করিয়া দেবরাজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিতে গেলে আজি কালি মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপদ্রব হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি সে দেবরাজেরই মহিমা। নিযুক্তেরা প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া উঠে। যদি সূর্য্যদেব আপন রথের অগ্র ভাগে না রাখিতেন তাহা

হইলে অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন ? তখন মাতলি অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন মহারাজ ! বিনয় সদ্গুণের শোভা সম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বর্ত্তিয়াছে।

এইরূপে কথোপকথনে আসক্ত হইয়া কিয়দ্দূর আগমন করিয়া রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবরাজসারথে ! ঐ যে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বত স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্ব্বতের নাম কি ? মাতলি কহিলেন মহারাজ ! ও হেমকূট পর্ব্বত ; কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি, তপস্বীদিগের তপস্যা সিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান। ভগবান্ কশ্যপ এই পর্ব্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন তবে আমি ভগবান্কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব। এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া,বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণ,চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। অতএব তুমি রথ স্থির কর ; আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন দেবরাজসারথে ! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম ? মাতলি কহিলেন মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অতিদূরবর্ত্তী নহে ; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়ৎদূর গমন করিয়া,এক ঋষিকুমারকে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন ? ঋষিকুমার কহিলেন তিনি এক্ষণে নিজপত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন মহারাজ ! আপনি, এই অশোক বৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন ; আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমন সংবাদ নিবেদন করি। এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দ হইতে লাগিল। তখন তিনি নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছে? মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, "বৎস! এত দুর্বৃত্ত হও কেন" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ অবিনয়ের স্থান নহে। এই অরণ্যে যাবতীয় জীব জন্তু, স্থান মাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর সৌহার্দ্দে কাল যাপন করে; কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না। এমন স্থানে কে দুর্বৃত্ততা করিতেছে? যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।

রাজা, এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে এবং দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে, সিংহশিশু অবিকৃত চিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর, কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহরসপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা আমি পুত্রহীন বলিয়া; এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহাকে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমাকে জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, সিংহশাবকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া প্রলোভনার্থে কহিলেন বৎস! যদি তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলানা দি।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহসা তাহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলানা দিবে দাও বলিয়া, হস্ত প্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদিগের সঙ্গে কোন খেলানা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহাকে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন সখি! ও কথায় ভুলাবার ছেলে নয়। কুটীরে মাটীর ময়ূর আছে ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী মৃণ্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের

সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন, এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এত উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয় আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখ চুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখ মধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত দন্ত গুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথা গুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়! আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখ চুম্বন করিয়া, সর্ব্ব শরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্ত গুলি অবলোকন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব অথবা অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক কহিল এখনও ময়ূর দিলে না; তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহার হস্ত হইতে সিংহশাবক ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন এমন সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া, পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া, সেই বালককে ঋষিপুত্র বোধে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনের বিরুদ্ধ আচরণ

করিতেছ। তখন তাপসী কহিলেন মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন বালকের আকার প্রকার দেখিয়াই বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়। কিন্তু এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগম সম্ভাবনা নাই, এই জন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন পরের পুত্রের গাত্রস্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্রস্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে তাহা বলা যায় না।

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত শান্তস্বভাব হইল ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা সেই বালককে ক্ষত্রিয়সন্তান নিশ্চয় করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন মহাশয়? এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন আমি যে বংশে জন্মিয়াছি ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে; তাঁহারা, প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক সুখভোগে কাল যাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।

অনন্তর তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন এ দেবভূমি; মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে। অতএব এ বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন ইহার জননী, অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ এই দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা

হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন আপনি জানেন এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্ত্তন করিবেক। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক। অথবা পরস্ত্রী সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অবিধেয়। আর, আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদন করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃণ্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া, বালক কহিল কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন না বৎস! তোমার মা এখানে এসেন নাই। আমি তোমাকে পক্ষীর লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার আর কাহাকেও দেখে নাই; নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত অত্যন্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলাবণ্য শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

সমুদায় শ্রবণ করিয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহার জননীর নাম শকুন্তলা। কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল

কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে। এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন? অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়াছি, নামসাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি। এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেক ক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই এই নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহক্লশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদ্গদ বচনে কহিলেন বাছা! ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই আমার সকল বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কাল যাপন করিয়াছি তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। আমি পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা আস্তে ব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ। তোমার দোষ কি ; আমার অদৃ-ষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিয়া শকু-ন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যান কালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম ; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল ; দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল।

অনন্তর, দুঃখাবেগ নিবারণ করিয়া শকুন্তলা রাজাকে কহি-লেন আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিবে সে আশা ছিল না। কিরূপে আমি পুনরায় তোমার স্মৃতিপথে পতিত হইলাম ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমাকে যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে প-ড়িলে, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলীস্থিত সেই অঙ্গু-রীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই। ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়া-ছিল। ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মাতলি

আসিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন মহারাজ! এত দিনের পর আ-পনি যে ধর্ম্মপত্নী সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন প্রিয়ে! চল, আজি উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণ দর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন আর্য্যপুত্র! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকট যাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দূষ্য নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া রাজা, শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভি-ব্যাহারে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন ভগবান্ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। তখন সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ “ বৎস! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর ” এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ; তোমাকে অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী হও। উভয়কে এই আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবে-শন করিতে কহিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন ভগবন্! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিততনয়া। আমি মৃগয়াপ্রসঙ্গে মহর্ষির তপোবনে উপস্থিত হইয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে ইনি যৎকালে রাজধানীতে উপস্থিত হন, তখন আমার

এরূপ স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল যে ইঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবেক এবং যাহাতে মহর্ষি কণ আমার উপর অক্রোধ হন তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বৎসে! সে-জন্য কুণ্ঠিত হইও না। এবিষয়ে তোমার অণুমাত্রও অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যাননিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! রাজা তপোবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া কুটীরে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ছিলে, সুতরাং তাঁহার সৎকার বা সংবর্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি তাহাতে কুপিত হইয়া, তোমাকে এই শাপ দিয়া চলিয়া যান যে তুমি যাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলে সে কখনই তোমাকে স্মরণ করিবে না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা শুনিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করে। তখন তিনি কহিলেন এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর রাজাকে কহিলেন বৎস! দুর্ব্বাসার শাপ প্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তাহাতেই তুমি উঁহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয় বিনয়ে

কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞান দর্শনকে শাপমোচনের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয় দর্শন মাত্র শকুন্তলার বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, রাজা কহিলেন। ভগবন্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। নতুবা, আর্য্যপুত্র এমন সরলহৃদয় হইয়া, কেন আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিবেন ! দুর্ব্বাসার শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যেই, তপোবন হইতে প্রস্থান কালে সখীরাও যত্ন পূর্ব্বক, আর্য্যপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আমি ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম ; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, ক্ষোভ থাকিত।

পরে,কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া উত্তর কালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তখন রাজা কহিলেন ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে ? অদিতি কহিলেন অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে কশ্যপ,দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া,কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ দানার্থ প্রেরণ করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণপূর্ব্বক পত্নী পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

মহাভারত।

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর।

পুনঃপুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন-স্বয়ম্বর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হস্তে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু॥
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পুরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার॥
মহা শব্দে মোহিত হইল সর্ব্ব জন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেন কালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থুলা মহামতি॥

তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল নন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন।
আমা যোগ্যা নহে এই দ্রুপদকুমারী।
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী॥
দুর্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বাম পাণি॥
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ দ্রুপদ নৃপেতে॥
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে।
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুতনির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ॥
উর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্রপথে॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
উর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলচ্ছায়া চায়।
দেখিয়া সে হৃদয়ে চিন্তেন যদুরায়॥

পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শাস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কিছু চিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য নাহিক অন্যথা॥
সুদর্শন চক্র আচ্ছাদেন চক্রধর।
মৎস্য লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পুরিয়া।
চক্রচ্ছিদ্র পথ বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহা শব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ॥
বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বাম পাণি॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে।
আকর্ণ পুরিয়া চক্রচ্ছিদ্রপথে হানে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান॥
দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন॥
বাম হস্তে ধরি ধনু দিয়া পদ ভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
উর্দ্ধকরে অধোমুখে পুরিয়া সন্ধান॥

ছাড়িলেন বাণ বায়ুসম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরিক্ষে উঠে॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হয়ে সভা মধ্যে বৈসে গিয়া॥
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার॥
দ্বিজ হৌক ক্ষত্র হৌক বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি॥
লভিবে সে দ্রৌপদীরে দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল নন্দন॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে।
একুইশ দিন তথা গেল হেন মতে॥
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃপুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লভে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইলা অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥

অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলেন যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে॥
অনর্থ না কর বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ॥
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদতনয়।
শুনিয়া অধৈর্য্যচিত্ত বীর ধনঞ্জয়॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন মতি।
হেন কালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পুরিল।
দুষ্ট রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল॥

শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হইলা উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর॥
গোবিন্দের ইঙ্গিতেতে উঠিল অর্জ্জুন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেন যত দ্বিজগণ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলা বাতুল।
তব কর্ম্ম দোষে মজিবেক দ্বিজকুল॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই যত দ্বিজগণ॥
সভা হৈতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া।
পাবার থাকুক কার্য্য লইবে কাড়িয়া॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥

হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভা মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ।

সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান॥
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি এক বার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্রযুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকরযুগবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত॥
বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।
ইথে কি সংশয় আর কাশিদাস ভণে॥

এই মত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার॥

প্রদক্ষিণ ধনুকে করিয়া তিন বার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার॥
বাম করে করি ধনু তুলিলা অর্জ্জুন।
নোয়াইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিল সবার॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তিতহৃদয়।
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে অজ্ঞাত সময়॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য গুরু কহিলা আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে॥
আগে এক অস্ত্র মারি করি সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পায় করিবা বন্দন॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের গহনে॥
বিশেষে সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায়॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয় শিষ্য এই হবেক সুজন॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তাঁরে করিলেন পার্থ শত নমস্কার॥
দ্রোণ বলিলেন দেখ শান্তনুতনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময়॥

ভীষ্ম বলিলেন আমি ক্ষত্র এ ব্রাহ্মণ।
আমারে প্রণাম সে করিবে কি কারণ॥
দ্রোণ বলে দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্রকুলশ্রেষ্ঠ এই ছদ্মদ্বিজরূপী॥
যেই বিদ্যা দেখাইল সবা বিদ্যমানে।
মম শিষ্য বিনা ইহা অন্যে নাহি জানে॥
বড় বড় রাজা ইহা কেহ নাহি জানে।
এ বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে॥
বিশেষে তোমারে সে করিল নমস্কার।
তোমার বংশেতে জন্ম হয়েছে ইহার॥
এক্ষণে বিদিত আর হবে মুহূর্ত্তেকে।
কত ক্ষণ লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে॥
ভীষ্ম বলে আমি এই মনে ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি কোথায় ইহারে দেখিয়াছি॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্র মুখ।
কহনে না যায় যত জন্মিতেছে সুখ॥
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন কহিতে ভয় করি।
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্ট লোকে ডরি॥
বিশেষে অনেক দিন মরিল যে জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে॥
ভীষ্ম বলিলেন কহ কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহু দিন কি নাম তাহার॥
দ্রোণ বলে যে বিদ্যা করিল এ সভায়।
পার্থ বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায়॥

পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিনু অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব অন্য সমান তোমার॥
সেই হেতু এ বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে॥
অশ্বত্থামা আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁই পার্থ বলি ইহা লয় মম মনে॥
পার্থের প্রসঙ্গ শুনি ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে আর্দ্র হইল দুকূল॥
কি বলিলা আচার্য্য করিলা একি কর্ম্ম।
জ্বালিলা নির্ব্বাণ অগ্নি দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে সাধু পুত্র গণে॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন ভীষ্ম ত্যজ শোক মন॥
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর নন্দন।
দেব হতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চ জন॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে কহে সর্ব্ব জনে।
সে কথায় আমার প্রতীতি নহে মনে॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তাহে গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবা বিভাবরী॥
হেন নীতি কার আছে মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে॥
এত শুনি ভীষ্ম বীর ত্যজিলা ক্রন্দন।
দুই জনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন॥
যদ্যপি এ কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুনি।
লক্ষ্য বিন্ধি লইবেক দ্রুপদনন্দিনী॥

তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড় হাতে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ হয় সেই ভিতে॥
দেখিয়া কল্যাণ বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি॥
অবধানে দেখ হের রেবতীবল্লভ।
তোমারে প্রণাম করে মধ্যম পাণ্ডব॥
রাম বলিলেন পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা লয়ে যাইবারে না হইবে শক্য॥
একা ধনঞ্জয় এত সমূহ বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ॥
অনুপমরূপা কৃষ্ণা অনঙ্গমোহিনী।
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভাবিনী॥
এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ॥
বিশেষে ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ এক জনে॥
কৃষ্ণ বলে অন্যায় করিবে দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ॥
মম বিদ্যমানেতে করিবে বলাৎকার।
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার॥
জগত জনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলদাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ নাম ধরিব॥
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে যেন নিঃক্ষত্রিয় কৈল ভৃগুপতি॥

নিঃশেষ করিতে অবনীর মহাভার।
তেঁই জন্ম অবনীতে হয়েছে আমার ॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত মনে।
গোবিন্দচরণদাস কাশীদাস ভণে ॥

প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে ॥
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি ॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্তা হৌক দ্রুপদনন্দিনী ॥
ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্র পথে মৎস্য পাইবে দেখিতে ॥
কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন।
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন ॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্যচক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর ॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজসভামধ্যে হৈল ॥

বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনি॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধ লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয়॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে কেহ বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয়॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে না দেখিলে প্রত্যয় না জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈলা পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥

অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল রজনী দিবস নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয় বলি সম্মুখে সবার।
যত বার বলিবে বিন্ধিব তত বার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পুরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ॥
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল॥
সহজে দরিদ্র জীর্ণ বস্ত্র পরিধান।
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান॥
রত্ন ধন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে।
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে॥

ব্রহ্মতেজে লক্ষ বিন্ধিলেক তপোবলে।
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে॥
ধনের প্রয়াস ব্রাহ্মণের আছে মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এই ক্ষণে॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিলা পাঠাইয়া॥
দূত বলে অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইলা তোমার গোচর॥
তাঁহাদের বাক্য শুন করি নিবেদন।
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায়॥
বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
এক শত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদদুহিতা॥
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নি প্রায়।
দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ বলেন তাহায়॥
ওহে দ্বিজ যেই মত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ॥
সে কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন জন॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার॥
দুর্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে॥

আমি দিব তোসবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া॥
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভা স্থলে কহিবা আপনি॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার।
হেন বুঝি লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত।
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত॥
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন।
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোন জন॥
দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কোন পাপ॥
এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে।
বিশেষে এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে॥
ক্ষত্রস্বয়ম্বর ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হয়ে কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ॥
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এই মতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ॥
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমন না হয়॥
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার।
আমা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার॥

মহারাজগণ ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
এমন কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে॥
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অনুচিত॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে এই সে উচিত॥
যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব আর দুর্য্যোধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি।
রুক্মি ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন।
অনূপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ ভ্রমণ॥
আর যে লইয়া সৈন্য নৃপতিমণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল॥
খট্বাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভূষণ্ডি তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্রবৃষ্টি॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিতহৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয়॥
না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায়॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি॥

অর্জ্জুন বলেন তুমি রহ মম কাছে।
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে॥
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি॥
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি॥
গরুড় একেশ্বর সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
এক ব্যাঘ্র কি করিবে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র॥
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণে নাশিব কি শঙ্কা॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুগুর্ণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া॥
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্রসমুদিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিত॥
মুহূর্ত্তেক যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়॥
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায়॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল॥

শীঘ্র যাহ ভীমসেন আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবারে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর॥
অতি দীর্ঘ তরু এক নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥
ক্ষত্রগণচেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন।
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
সভামধ্যে লক্ষ্য দ্বিজ বিন্ধিল আমার॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্তি নহিল তখন।
এবে দ্বন্দ্ব করে বল কিসের কারণ॥
এমন অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব নাহিক সংশয়॥
মরিব মারিব আজি করিব সমর।
হেন কর্ম্ম সহিবে কাহার কলেবর॥
এত বলি নিজ নিজ দণ্ড লয়ে করে।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হুহুঙ্কার করিয়া নৃপতিগণ আগে॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণপদধূলি॥
তোমরা আইলা দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন॥
যাহারে করিবা ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে॥

তোমা সবাকার মাত্র চরণপ্রসাদে।
দুষ্ট ক্ষত্রগণেরে মারিব নিরাপদে॥
যে প্রকার দুরাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজগণ প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন॥
হাসিয়া বলেন রাম দেখ ভগবান।
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি হইল প্রমাণ॥
এই দেখ লক্ষ রাজা একত্র হইয়া।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে স্বসৈন্য লইয়া॥
একা পার্থ প্রবোধিবে কত শত জনে।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে॥
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
রামবাক্যশুনি কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যে বলিলা সত্য দেব যাদব ঈশ্বর॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল এক জনে।
কোথায় জিনিবে তারা হারিবে এক্ষণে॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তে জিনিতে পারে সসাগরা ভূমি॥
মনুষ্য যতেক আর সুরাসুর সহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে নারে করিতে কলহ॥
কহিলা যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজ মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্র মুখে আমিষ শৃগাল কোথা হরে॥

তবে যদি অর্জ্জুনের ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন চক্রে আমি সবারে ছেদিব॥
শুনি বল হইলেন সভয় অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি প্রিয়তর॥
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতীরমণ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
বিশেষে আপনি বল পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতি সকল॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এই ক্ষণে।
উদাসীন থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে॥
গোবিন্দ বলেন আমি না যাইব রণে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে॥
একা পার্থে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হয় নয় এখনি দেখিবে বিদ্যমানে॥
সুমেরু টলিবে শুষিবেক সিন্ধুজল।
শীতল হইয়া যাবে যদি দাবানল॥
পশ্চিমে উদয় যদি দিনমণি হবে।
তথাপি অর্জ্জুনে কেহ রণে না পারিবে॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
নিঃশব্দে থাকেন রাম হইয়া বিমন॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিগে।
নাহিক উদ্বেগ পার্থ সিংহ যেন মৃগে॥
হিমমহীধর প্রায় ধীর মহাবীর।
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি অত্যন্ত গম্ভীর॥

জন্তুগণ মধ্যে যেন কালান্তক যম।
ইন্দ্রের নন্দন বীর ইন্দ্রপরাক্রম॥
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়।
তাদৃশ অর্জ্জুনঅঙ্গে বাণবৃষ্টি হয়॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন কারণ হৈলা চিন্তিত অন্তর॥
একা পার্থ শত শত বেড়িল বিপক্ষ।
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবারে লক্ষ্য॥
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিলা তূণ অস্ত্রগণপূর্ণ॥
বৈজয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
অর্জ্জুন হইয়া হৃষ্ট ছাড়ে সিংহনাদ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ।
নিমিষেকে শরবৃষ্টি করেন বারণ॥
যেন মহা বাতাসে উড়ায় মেঘমালা।
সমুদ্রলহরী যেন সংহারয়ে ভেলা॥
দাবাগ্নি নিবৃত্ত যেন হয় বৃষ্টি জলে।
নিমিষে করেন পার্থ শান্ত সে সকলে॥
প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার মার শব্দে ডাকে যত নৃপবর॥
চতুর্দ্দিকে সবাকার মুখে এই রব।
রহ রহ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোর নাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণে গণিল প্রমাদ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
দেখ হের অন্তে যেন উথলে অর্ণব॥

উঠ উঠ দ্বিজ সর্ব্ব চলহ সত্বর।
নির্ভয় হয়েছ মনে নাহি কিছু ডর॥
মরিবার হেতু দুষ্টে সঙ্গে আনিছিলা।
আপনি মরিল সব দ্বিজে দুঃখ দিলা॥
ক্ষত্র রাজগণ সহ হইল বিবাদ।
আছুক দক্ষিণা প্রাণে পড়িল প্রমাদ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ্য বিন্ধিলেক লোভে॥
এথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
এত বলি পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ॥
দ্বন্দ্ব দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
ঘন করতালী দিয়া নাচেন উল্লাসী॥
লাগ লাগ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে সকল রাজারে গালি পাড়ে॥
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ধিক্ তোমা সব।
একা দ্বিজ করিল সবারে পরাভব॥
কন্যা লয়ে যায় যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন॥
এত বলি ঊর্দ্ধ বাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ না যায় লিখন॥
সবাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
করেন প্রহার নিজ অস্ত্রে রাজগণ॥
কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ।
কাহার কাটিল খড়্গ কারো কাটে তূণ॥

কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি।
কাহার কাটিল শর শেল শূল শক্তি॥
নিরস্ত হইল তবে যত রাজচয়।
দশ দশ বাণ বিন্ধে সবার হৃদয়॥
মুখে পঞ্চ ভুজে পঞ্চ চারি চারি পায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে রথ ছাড়ি ধায়॥
রথ ফিরাইল যত রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিকে যত নরপতি॥
কহেন আশ্বাস বাক্য পার্থ দ্রৌপদীরে।
পাছে থাকি হাসিয়া কহিছে কর্ণ বীরে॥
কি কর্ম্ম করিস দ্বিজ মুখে নাহি লাজ।
পরনারী সম্ভাষহ কেন সভা মাজ॥
আপনার রক্ষা আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা সহ কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাসকথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা॥
নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন কহ কর্ণ আছত জীবনে॥
অরে কর্ণ দুরাচার ধন্য তোর প্রাণ।
জীবন্ত আছিস যে খাইয়া মম বাণ॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি ভাষা কহ।
কোন দেশে ঘর তব আমা না জানহ।
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপরোধ।
কার প্রাণ জিনে আমি করিলে রে ক্রোধ॥
কর্ণবাক্য শুনি পার্থ কহিলেন তারে।
দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে॥

পরম আনন্দ যার পাইলে বিক্রম।
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম॥
অনলের তেজ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
ক্রোধেতে উথলে ভীম যত অস্ত্র পড়ে॥
প্রলয়ের মেঘরাজি জিনিয়া গর্জ্জন।
বৃক্ষ ঘুরাইয়া অস্ত্র করে নিবারণ॥
আথালি পাথালি বীর মারে বৃক্ষবাড়ি।
সহস্র সহস্র চূর্ণ হয় ভূমে পড়ি॥
ভাঙ্গিল অনেক রথ রথী অশ্ব ধ্বজ।
সহস্র সহস্র ঘোড়া লক্ষ লক্ষ গজ॥
দক্ষিণে বামেতে বীর ধায় আগে পাছে।
মুহূর্ত্তেকে বহু সৈন্য নিপাতিল গাছে॥
মুণ্ড তুলি বৃকোদর যেই ভিতে চায়।
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥
সিন্ধু জল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে।
দানবগণের মধ্যে যেন আখণ্ডলে॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লয়ে যায় সব নৃপবৃন্দ॥
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি
দুই দিগে তট যেন মধ্যে হয় নদী॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খর স্রোতে রক্ত বহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা॥
ব্যাঘ্র ভয়ে যেন যায় ছাগলের পাল।
পলায় ব্যাকুল হয়ে যতেক ভূপাল॥

প্রলয়ের মেঘ যেন দোঁহার গর্জ্জন।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে কাঁপে সর্ব্বজন॥
বিপরীত দোঁহার দন্তের কড়মড়ি।
ভূমিকম্প চরণে চলনি ভড়বড়ি॥
এই মত কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে যায়।
দেখিয়া সকল রাজা অমনি পলায়॥
ঘুরাইয়া বৃক্ষ প্রহারিল সব্য হাতে।
খসিয়া পড়িল গদা গুরুতর ঘাতে॥
নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর।
লাফ দিয়া ধরে তারে পবনকুমার॥
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষ।
পায় ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরিক্ষ॥
দয়াযুক্ত হয়ে তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
ছাড় ছাড় বলিয়া করিল নিবারণ॥
এই মদ্রপতি সদা ব্রাহ্মণে সেবয়।
সে কারণে মারিবারে উচিত না হয়॥
শল্য ত্রাসে মরিল হরিল তার জ্ঞান।
তার দুই তিন পাকে ছাড়িবে পরাণ॥
তবু ভীম অনেক দ্বিজের উপরোধ।
বিপ্রের আতুর জানি ত্যাগ কৈলা ক্রোধ॥
মৃত প্রায় করিয়া শল্যেরে ছাড়ি দিলা।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় মানিলা॥
বাহুযুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর আর বৃকোদর পারে॥

মনুষ্যের কর্ম্ম নয় হইল নিশ্চয় ।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয় ॥
প্রাণ লয়ে পলাইল যত নৃপবর ।
খেদাড়িয়া পাছে পাছে যায় বৃকোদর ॥
অর্জ্জুন কর্ণেতে হয় ভয়ানক রণ ।
করিলেন যেন যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণ ॥
নানা অস্ত্রে দুই জনে দোঁহারে খেদায় ।
দূরে রহি রাজগণ দাণ্ডাইয়া চায় ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুলপ্রতাপ ।
এক বাণে সৃজিলেন শত শত সাপ ॥
মহাশব্দে এসে সর্প যুড়িয়া আকাশ ।
দেখিয়া নৃপতিগণে লাগিল তরাস ॥
হাসিয়া গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ ॥
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে ।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিবারে আসে ॥
অগ্নিবাণ এড়ি পার্থ করেন অনল ।
আগুনে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর ।
দেখি কর্ণ যুড়িলেন অস্ত্র জলধর ॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর ।
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর ॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান ।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্য বাণ ॥
বায়ু অস্ত্র মহাবীর পুরিয়া সন্ধান ।
উড়াইলা জলজাল পার্থ বলবান ॥

বায়ু অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়ে।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়ে॥
সাধিয়া আকাশঅস্ত্র সংহারিল বাত।
এই মত দুই জনে হয় অস্ত্রাঘাত॥
সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমর।
জাঠি শক্তি শেল শূল মুষল মুদ্গার॥
নানা অস্ত্র ফেলে দোঁহে যেবা যত জানে।
মুষল ধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর।
দিন দুই প্রহরে হইল অন্ধকার॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলেন বচন।
কহ তুমি বিপ্রবেশধারী কোন জন॥
অনুমানি তুমি ছদ্মরূপী সহস্রাক্ষ।
কিম্বা দেব জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ॥
কিম্বা তুমি পরাক্রান্ত ভৃগুর নন্দন।
অথবা জয়ন্ত তুমি কিম্বা ষড়ানন॥
এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন জন।
মোর ঠাঁই অন্য কে জীবেক এতক্ষণ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয়॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি তুমি মহারাজ॥
একা দেখি বেড়িলা মিলিয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ শুনিতে অশক্য॥

যদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়া॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত।
অরুণ নয়ন যুগ্ম ঘুরে বিপরীত॥
অরুণনন্দন বীর অরুণপ্রতাপে।
অরুণ সদৃশ বাণ বসাইল চাপে॥
আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ এড়িলেক বাণ।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করয়ে খান খান॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয়॥
বিরথ হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
হাহাকার করি ধায় যত নৃপবর॥
কর্ণ রক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন অস্ত্র বরিষণ রণে॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিন কর তেজ যেন সব ঠাঁই লাগে॥
সকলের অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার॥
কাহার কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত॥
ধনুক সহিত কাটিলেন বাম হাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজে ঘাত॥
অস্ত্র বাজে [illegible] পড়ে যেন ঝড়ে।
[illegible] সেইরূপ পড়ে॥

লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সারথি রথ রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণ মথিল সকল॥
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারী সব ঘোর রব করে॥
বিস্ময় মানিল চিত্তে সব রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুই জন॥
এত ভাবি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন॥
চতুর্দ্দিগ হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া করে আশিষ বচন॥

দ্বিজ মার মার বলি পূর্ব্বে শব্দ হৈল।
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস যায় শীঘ্র চলি।
দণ্ড কমণ্ডলু পড়ে নাহি লয় তুলি॥
বায়ুবেগে ধায় সভে পাছে নাহি চায়।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ পলায়॥
পশ্চাত হইল যুদ্ধে ক্ষত্র পরাজয়।
ক্ষত্রিয়ে হইল তবে ব্রাহ্মণের ভয়॥
কোথা রথ কোথা গজ কোথা ভৃত্যগণ।
কেবল লইয়া প্রাণ ধায় রাজগণ॥
যে দিকে পারিল যেতে সে গেল সে দিগে।
পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বভাগে॥
উত্তরের রাজগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিগে ধাইল॥

ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি অর্দ্ধ সৈন্য মৈল।
স্থানে স্থানে পর্ব্বত আকার শব হৈল॥
এক পদ কাটা কার কাটা দুই ভুজ।
বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুঁজ॥
সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
মুক্তকেশ উলঙ্গ শ্রবণ কাটা কার॥
আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া॥
ক্ষত্র দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে।
দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥
দ্বিজের ক্ষত্রিয়ভয় ক্ষত্রে দ্বিজ ভয়।
দ্বিজ ক্ষত্রবেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল।
মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥
তুলিয়া লইল ছত্র দণ্ড কমণ্ডল।
ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল॥
প্রাণের ভয়েতে কেহ ডুবি রহে জলে।
কেহ কাঁটাবনে বৈসে কেহ বৃক্ষডালে॥
মরার ভিতরে কেহ মরা হয়ে রহে।
বহুদূর গিয়া কেহ ভয়ে স্থির নহে॥
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর দেউল প্রাচীর।
বৃক্ষ লতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির॥
পঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল থাকিল রক্ষা দ্রুপদ নগর॥